NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সিবিআই দপ্তরে হাজিরা পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের

আদালতের দ্বারস্থ সুমিত, সাময়িক স্বস্তিতে অভিষেকের আপ্ত সহায়ক ৩

কলকাতা ১৯ জুন ২০২৬ ৫ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.06.2026, Vol.19, Issue No. 366, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

মেক্সিকো বনাম দ: কোরিয়া
(ভারতীয় সময় ভোর ৬:৩০)
আমেরিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া
(ভারতীয় রাত সকাল ১২:৩০)
স্টকল্যান্ড বনাম মরক্কো
(ভারতীয় সময় রাত ৩:৩০)

গতকালের ফলাফল

পর্তুগাল-১	কঙ্গো- ১
উজবেকিস্তান ১	কলম্বিয়া- ৩
ঘানা- ১	পানামা- ০
ক্রোয়েশিয়া- ২	ইংল্যান্ড- ৪

ইডির জালে মনোরঞ্জন

■ কয়লা পাচার মামলায় গ্রেফতার বুদবুদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল ধৃত । বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার ইডির। দীর্ঘদিন ধরে মনোরঞ্জনের খোঁজে তল্লাশি ইডির । মনোরঞ্জনের বাড়িতেও হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে ইডির তলব এড়ানোর পর বৃহস্পতিবার অবশেষে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। ইডি সূত্রের খবর, কয়লা মাফিয়াদের হাতে টাকা পৌঁছে দিতেন এই মনোরঞ্জন। একইসঙ্গে ইডির তরফে দাবি করা হয়েছিল, বারাবনি থানার ওসির দায়িত্বে থাকাকালীন একাধিক হাতের মাধ্যমে ঘুষের টাকা পৌঁছে যেত মনোরঞ্জনের কাছে। একইসঙ্গে তদন্তকারীরা দাবি করেছিলেন, পুলিশ-মাফিয়া যোগসাজশেই রাজ্যজুড়ে রমরমিয়ে চলত কয়লা পাচারের সিন্ডিকেট। কয়লা পাচারে প্রোটাকশন দিতেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘুষ নিজের পকেটে ঢোকাতেন বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি।

জয়েন্টের ফল

■ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফল। দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তরফে। পরীক্ষার প্রায় ২৬ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করল বোর্ড। চলতি বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে পাশের হার ৯৭.৭৪ শতাংশ। প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন কলকাতার পড়ুয়ারা। মেধাতালিকার শীর্ষেই রয়েছেন কলকাতার এক পড়ুয়া। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকেও জায়গা করে নিয়েছেন দুইজন।

বর্ষার আগমনী বার্তা যে শুধু বৃষ্টি নয়, কখনও কখনও প্রকৃতি তার অপ্রত্যাশিত শক্তির মাধ্যমেও প্রকাশ করে, বৃহস্পতিবার তারই সাক্ষী হয়ে থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপ। ঘটনাটি ঘটেছে সাগরের দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহিষামারি এলাকায় হুগলি নদীর উপরে। স্থানীয়দের দাবি, নদীর উপর থেকে ঘূর্ণায়মান জলরাশি তীব্র গতিতে উপরের দিকে উঠে যেতে দেখা যায়। একটা জায়গায় নয়, হুগলি নদীর দুটি জায়গাতে এমন ছবি দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিশেষ করে নদীতে থাকা মৎস্যজীবী, নৌকো চালকদের মধ্যে নিরাপদে চলে যেতে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

যোগে ‘তোষণের রাজনীতি’, তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় মোদীর যোগ দিবসের আগে নতুন রাজনৈতিক তরজা। কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল জাতীয় অনুষ্ঠানের কাউন্টডাউন শুরু হতেই যোগকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে যোগচর্চা ইচ্ছাকৃত ভাবে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ‘ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি’ এবং ‘তোষণের এজেন্ডা’র কারণে।

এদিকে, ১২ তম যোগ দিবস উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে তিনদিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৯ জুন অর্থাৎ আজ রাজ্যজুড়ে হবে ম্যারাথন। ‘রান ফর যোগা’-র জন্য কলকাতায় মূল কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের সামনের এলাকা। ২০ তারিখ গঙ্গাবক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। যার নাম ‘বন্দে যোগম’। ২১ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে রেড রোডে উদযাপিত হবেন যোগ দিবস।

বুধবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, ‘যোগ আজ বিশ্বসমাদৃত। ১৭৫টির বেশি দেশ এটাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটা নেগেটিভিটি তৈরি করা হয়েছিল। কেউ কেউ যোগকে তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক এজেন্ডা, গোপন এজেন্ডা এবং তোষণের রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিলেন। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিল।’

‘পছন্দের লোক নয়’, সাফ কথা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের রদবদল নিয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন ছয় বিধায়ক। কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, অশোক দেব, রহিম বক্সী, রুকবানুর রহমান, শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া এই ছয় বিধায়কই মমতাপন্থী বলে পরিচিত। মুখ্যমন্ত্রী যদিও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা কমানোর যে কথা বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে পছন্দের ব্যক্তিদের রাখার কথা বলা হচ্ছে, যা পাওয়া যাবে না।

বুধবার রাতে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন দাবি করেন, ২০ বছর ধরে মমতার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীদের সরানো হয়েছে। তার বদলে তিন জন নতুন অপরিচিত নিরাপত্তাকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। ডেরেক এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট দিলে জানান, সন্ধ্যা নাগাদ হঠাৎ করেই ওই তিন জন অপরিচিত নিরাপত্তাকর্মীকে মমতার বাড়িতে পাঠানো হয়। তার পর ফেসবুক লাইভ গোটা বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ‘মমতাদি এখন ভিতরে রয়েছেন। এই দেখুন, বাড়ির সামনে বা পিছনে কোনও পুলিশ নেই।’ তিনি দাবি করেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। ডেরেকের প্রশ্ন, ‘আচমকা কেন এই বদল করা হল? ভবানীপুরের নির্বাচন ফলাফল সংক্রান্ত মামলা করেছেন বলে? বুধবার হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিল করেছেন বলে? কী চলছে এখানে?’

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় অধিবেশন শুরুর দিনে রাজ্যপালের ভাষণের পরেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে চলে যান কুণালেরা। সেখানে বসেই বৈঠক করেন। বিধায়কদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নেত্রী মমতার নিরাপত্তার পুরনো দল ফেরানো যায় কি না, সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ভয় নয়, ভরসায় ফেরার রবি-বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের অভিভাষণের মধ্য দিয়ে বুধবার অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হল। নতুন বিজেপি সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকার, আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক রূপরেখা তুলে ধরে দীর্ঘ ভাষণ দেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। তাঁর বক্তব্যে আইন-শৃঙ্খলা, অনুপ্রবেশ রোধ, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

রাজ্যপাল বলেন, নতুন সরকার রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট রাজের অবসান এবং নারী-শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি গ্রহণ করেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়ন, সীমান্ত বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তর এবং চিহ্নিত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

অর্থনীতি ও শিল্পের প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জানান, পশ্চিমবঙ্গকে ফের শিল্পবান্ধব রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে সরকার। সিঙ্গুরে নতুন শিল্প পার্ক, তাজপুর বন্দর, হলদিয়ার সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক এবং অশোকনগর তেলক্ষেত্রের উন্নয়নের মতো একাধিক প্রকল্পের কথা তিনি তুলে ধরেন। পাশাপাশি ঝুলে থাকা রেল, মেট্রো ও জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে কৃষকবান্ধব নীতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, ন্যায্য মূল্য এবং মৎস্য ও দুগ্ধ শিল্পের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মিত টেট, শিক্ষক নিয়োগ, জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন, পিএম-শ্রী প্রকল্প এবং উত্তরবঙ্গে নতুন আইআইটি ও আইআইএম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও রাজ্যপাল উল্লেখ করেন। মহিলা কল্যাণে অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে মাসিক ৩ হাজার টাকা অনুদান এবং সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত, জনঔষধি কেন্দ্র সম্প্রসারণ, উত্তরবঙ্গে এইমস প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও ভাষণে উঠে আসে।

রাজ্যপালের বক্তব্যে আরও জানানো হয়, অতীতে পশ্চিমবঙ্গে চালু না হওয়া একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প- যেমন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা, প্রধানমন্ত্রী কুসুম, উজ্জ্বলা ৩.০ এবং খেলো ইন্ডিয়া-এবার রাজ্যে কার্যকর করা হবে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার স্বচ্ছ বাস্তবায়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় প্রথম দিনেই সংখ্যার লড়াই

আসল তৃণমূল কার? ঋতব্রত ৫৮, কালীঘাট ১৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: অষ্টাদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই স্পষ্ট হয়ে গেল, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগে নিজেদের ঘর সামলানোই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিরোধী বেঞ্চে বৃহস্পতিবার কার্যত দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে বসতে দেখা গেল তৃণমূল বিধায়কদের। একদিকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অনুগত কালীঘাটপন্থী বিধায়করা।

বিধানসভার কক্ষে দৃশ্যটা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে বসেছিলেন ৫৮ জন বিধায়ক। অন্যদিকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, রুকবানুর রহমান, আলিফা আহমেদদের মতো কালীঘাটপন্থী নেতারা আলাদা গোষ্ঠী হিসেবেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, আদালতে মামলা চললেও বিধানসভার মেঝেতে এদিন কার্যত সংখ্যার লড়াইয়ে এগিয়ে থাকার বার্তা দিতে চাইল ঋতব্রত শিবির।

সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে ফিরহাদ হাকিমের অবস্থান। এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতম নেতাদের অন্যতম বলে পরিচিত ‘ববি’কে এদিন ঋতব্রত ও সন্দীপন সাহার পাশে প্রথম সারিতে বসতে দেখা যায়। যা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে নতুন বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও সংখ্যার প্রশ্নে এখনও দ্বন্দ্ব রয়েছে। ঋতব্রতদের দাবি, তাঁদের সমর্থনকারী বিধায়কের সংখ্যা বেড়ে ৬৫ হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই সংখ্যার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ঋতব্রত নিজেই জানান, তাঁদের তিন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে কালীঘাটপন্থী শিবিরও নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে।

এই বিভাজনের পিছনে রয়েছে বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন। নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। সেই মর্মে স্পিকারকে চিঠিও দেওয়া হয়। কিন্তু পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনের দাবি তুলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন স্পিকার। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে গিয়েছে কালীঘাটপন্থী শিবির।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে একাধিক প্রশ্ন উঠলেও আপাতত স্পিকারের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেয়নি আদালত। ফলে বিরোধী দলনেতার আসনে আপাতত বহাল রয়েছেন ঋতব্রতই। আগামী ২৮ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর বিরোধী রাজনীতি গড়ে তোলার বদলে তৃণমূল এখন কার্যত দুই কেন্দ্রের টানাপোড়েনে জর্জরিত। একদিকে কালীঘাটের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বৈধতার দাবি, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থন নিয়ে ‘আসল তৃণমূল’ হওয়ার দাবি তুলছে ঋতব্রত শিবির। ফলে অষ্টাদশ বিধানসভার প্রথম দিনেই পরিষ্কার হয়ে গেল, বিজেপি বনাম তৃণমূলের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই তৃণমূলের ভিতরে শুরু হয়েছে নিজেদের অস্তিত্বের লড়াই। আর সেই লড়াইয়ের প্রথম মঞ্চ হয়ে উঠল বিধানসভার বিরোধী বেঞ্চ।

মেসি-কাণ্ডে অবশেষে হাজিরা অরূপের

তহবিল ফ্রিজ করতে ব্যাঙ্কে চিঠি, মমতার ‘বিশ্বাসে’ চিড়?

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসি কাণ্ডে অবশেষে বৃহস্পতিবার থানায় হাজিরা দেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ইতিমধ্যে তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। তৈরি হচ্ছিল গ্রেপ্তারির আশঙ্কা! তিনি কোথায় আছেন তারও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেন অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে তিনি বিধাননগর দক্ষিণ থানায় পৌঁছন। এদিন যে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী হাজিরা দিতে পারেন, সেই ইঙ্গিত বুধবার রাতেই সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন শতদ্রু দত্ত দিতেছিলেন তাঁর সমাজমাধ্যমে। সেই মতো সকাল থেকেই থানার সামনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারই মাঝে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে তদন্তের মুখোমুখি হলেন অরূপ বিশ্বাস।

তিন বার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিয়েছেন। বেলা ১টার মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাবাদ শেষও হয়ে যায়। বেরিয়ে আসেন অরূপ। তারপর গাড়িতে উঠে যান। তবে সাংবাদিকদের সামনে তাঁকে মুখে কুলুপ আঁটতেই দেখা যায়। এরপর ৩ ঘণ্টা গাড়ি চালাতে দেখা যায় তাঁকে। বিধাননগর দক্ষিণ থানা থেকে বেরনোর পর মা ফ্লাইওভার ধরে প্রথমে আলিপুরে যান। সেখানেই তাঁর বাড়ি। সেখান থেকে ফেরত এসে চেতলা, রাসবিহারী হয়ে চলে যান গড়িয়াহাট। সেখান থেকে বালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস, মা ফ্লাইওভার হয়ে আবার আলিপুর। সেখান থেকে কালীঘাট হয়ে হাজরা। সার্দান অ্যাভিনিউ ধরে ইউটার্ন।

আর তা দেখেই মনে হল, অরূপ বাড়ির রাস্তাই ভুলে গিয়েছেন। ৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তিনি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় চক্কর কাটতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু বাড়ির রাস্তা ধরেননি। ২ বার গাড়ি নিয়ে আলিপুরেই চক্কর কাটতে দেখা যায় অরূপকে। এরপর প্রশ্ন ওঠে, ৩ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন তিনি বাড়ি ফিরছেন না কেন তা নিয়ে। এর পাশাপাশি কেনই বা কোনও গন্তব্য নেই বা কেন রাস্তাতেই ঘুরপাক খাচ্ছেন তিনি তা নিয়েও। তবে এর মধ্যে ক্ষণিকের জন্য সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেন অরূপ। বলেন, ‘যখন বলার, প্রেস কনফারেন্স ডেকে বলব। এটা সাবজুডিস ম্যাটার। তবে এটা বলছি সত্যের জয় হবে।’ এদিকে মেসি কাণ্ডে ফের আগামী ২২ জুন তাঁকে তলব করেছে পুলিশ। সেদিন তিনি ফের হাজিরা দেবেন বলেই জানান।

তবে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে। মমতার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে অরূপের। তাঁকে দলের কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দায়িত্বে শুভাশিস চক্রবর্তী। এদিকে, তৃণমূলের ফান্ড ফ্রিজ করতে চেয়ে ১২ জুন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি করেছেন অরূপ। আর সেই চিঠির সূত্র ধরেই সামনে এসেছে এই তথ্য। কারণ অরূপের চিঠি গৃহীতই হয়নি ব্যাঙ্কে। ৫ জুন তাঁকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অরূপের হাবভাব বুঝেই ৫ জুন সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে অরূপকে সরিয়ে শুভাশিসকে কোষাধ্যক্ষ বানিয়ে ফেলেছে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে, মমতার বড় চাল। দলের তরফ থেকে রেজুলিউশন করে মিনিটস করে জানানো হয়েছে, এখন থেকে কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বর থেকে মেসি কাণ্ডে উত্তাল বাংলা। রাজ্যে পালাবদলের পরেই তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করেন মেসির ভারত সফরের উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। অভিযোগ জানান থানায়। একবার নয়, তিনবার নোটিস দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু বারবার হাজিরা এড়িয়ে যান তৃণমূল নেতা। যদিও এই মামলায় ইতিমধ্যে রক্ষাকবচ পেয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। আগামী ১৭ অগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ পুলিশ করতে পারবে না বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট। তবে তদন্তে সবরকমভাবে অরূপ বিশ্বাসকে সহযোগিতা করতে হবে বলেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও তৃতীয় হাজিরা এড়িয়ে যান প্রাক্তন মন্ত্রী।

লগ্নির সন্ধানে ফরাসি সিইওদের সঙ্গে বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: মজবুত গণতন্ত্র। স্থায়ী সরকার। স্বচ্ছ প্রশাসন। সাহসী সংস্কার। আর বিপুল বাজার। মূলত এই ‘পঞ্চ-তন্ত্রে’ ভর করে ভারতকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ ও আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে গত এক দশক ধরেই সক্রিয় মোদী। বৃহস্পতিবার যে বণিকসংস্থাগুলির সিইও-রা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁরা পরিকাঠামো নির্মাণ, গতিশীল উৎপাদন, এআই-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ফ্রান্সের এভিয়ঁ-লে-বঁ শহরে জি-৭ শীর্ষসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ইউরোপের শিল্পমহলের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীক সংস্থাগুলির কর্ণধারদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পর্বে ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর।

সাঁ-গবাঁর চেয়ারম্যান তথা সিইও বেনোয়া বজাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতে এবং উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রী সাঁ-গবাঁর ভারতে শক্তিশালী উপস্থিতি ও বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করেন, যা ভারতীয় যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।’ অ্যালস্টমের সিইও মার্টিন সিয়ন এবং মিস্ট্রাল এআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা তথা সিইও আর্থার মেনশের মতো শীর্ষস্থানীয় ফরাসি শিল্পকর্তাও বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে ভারতে বিনিয়োগ, এআই-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ, রেলের আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

সিইও বেনোয়া বজাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হয় বৃহস্পতিবার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 09/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9463 নং এফিডেভিট বলে আমি Akbar Ali Mallick S/o. Abdus Sabur Mallick ও Akbar Ali Mallik S/o. A S Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10031 নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Chakraborty S/o. Nanigopal Chakroborty ও Pradip Chakraborty S/o. N C Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 22/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8475 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabhat Das S/o. Badal Chandra Das ও Pravat Das S/o. B. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 16/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10029 নং এফিডেভিট বলে আমি Arindam Sarkar ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পিতা Ajit Kumar Sarkar, Ajit Sarkar ও A Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 17/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18142 নং এফিডেভিট বলে আমি Chumki Mandal D/o. Late Sristidhar Mandal, সাকিম ভগবতী ডাঙা, চুঁচুড়া, হুগলী, ঘোষণা করিতেছি যে, আমি Chumki Mandal D/o. Late Sristidhar Mandal ও Chumki Pandit D/o. Sristidhar @ Sristhidhar Pandit এবং আমার পিতা Sristidhar Mandal ও Sristhidhar Pandit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

NAME CHANGE

I, Sandeep Rungta, S/o Suresh Chandra Rungta, resident of 6/1/3, Queens Park, Ballygunge, Kolkata-700019, WB, do hereby declare that I have changed my name from Sandeep Rungta to Sandeep Kumar Rungta and henceforth I shall be known as Sandeep Kumar Rungta in all Purpose, vide affidavit no. 05/26 sworn before the Notary Public at Kolkata on 18-06-2026. Sandeep Kumar Rungta and Sandeep Rungta both are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Indrajit Sah S/o Late Doman Sah নিবাস- দিনেশ পল্লী, ক্যানেল সাইড, কোল -৯৩. আমার LIC পলিসিতে আমার নাম আছে Amarjit Sahoo. 17/6/2026 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরে এফিডেভিট (৫২৫১২) Indrajit Sah ও Amarjit Sahoo একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, DHRITI ACHARJEE, aged 21 years, unmarried daughter of Late Sanjit Baran Acharjee, resident of Ramkrishnapally, P.O.- Inda, P.S.- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, State-West Bengal, Pin-721305, shall be henceforth known as DHRITI ACHARJEE, unmarried daughter of Late Sanjit Baran Acharjee Vide Affidavit no. 4276 dt. 30.03.2026 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur, DHRITI ACHARJEE and PRAJUKTA ACHARJEE and DHRITI ACHARJEE (ALIAS) PRAJUKTA ACHARJEE is same, single and one identical person.

Change of Name

I, SOMA KHAN W/o Ashis Khan, residing at Subhaspally, Ward No.: 07, Near Padmapukur, P.O: Kharagpur, P.S: Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, Pin: 721 301, W.B., hereby solemnly affirm and declare that in my driving license vide no.- 142911(NPL) my name is recorded as SOMA KHAN (SINGH) instead of my actual/ correct name with surname i.e. SOMA KHAN as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st class) at Kharagpur, vide Affidavit No. 7720, dated 17/06/2026. SOMA SINGH, SOMA KHAN and SOMA KHAN (SINGH) are same & identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯শে জুন, ৪ঠা আষাঢ় শুক্র বার, পন্‌ঞ্চমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী ও চন্দ্র বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি। খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু । আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী বিপাশা ঘোষ**, স্বামী শ্রী মধুসূদন ঘোষ, সাকিম ৪-বি বিজয় নগর, নৈহাটী, উত্তর ২৪পরগনা, মহাশয়া বিগত ইং ২৭/১২/১৯৯৩ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00406/1993 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী অরুণ কান্তি ঘোষ**, পিতা শ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষ, সাকিম ৪-বি বিজয় নগর, নৈহাটী, উত্তর ২৪পরগনা, হাল সাকিম রামকৃষ্ণ পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী অরুণ কান্তি ঘোষ**, **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০৩/২ নং খতিয়ান হইতে হাল এল.আর ১৩৪ নং দাগে শুনা জমি ৩৬৫ বর্গফুট এবং ১৩৬ নং দাগে শালি জমি ১২২২ বর্গফুট, একুনে দুইটি দাগে মোট ১৫৭৮ বর্গফুট বা ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ০৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০১/১৯৯৮ তারিখে ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0518/1998 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুভাষ চন্দ্র মুর্ম্মু**, পিতা শ্রী জলেশ্বর মুর্ম্মু, সাকিম ধবনী, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, **সুভাষ চন্দ্র মুর্ম্মু** পরলোকগমন করিলে তাহার স্ত্রী শ্রীমত্যা **ঠাকুরমনি মুর্ম্মু** ও দুই পুত্র **শ্রী প্রশান্ত মুর্ম্মু** ও **শ্রী পরিতোষ মুর্ম্মু** ওয়ারিশান সূত্রে উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং বিগত ইং ১৮/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11568/2025 নং শুভ দানপত্র দলিল মূলে উক্ত **শ্রীমত্যা ঠাকুরমনি মুর্ম্মু** তাহার প্রাপ্ত ৪০৮ বর্গফুট তাহার দুই পুত্র আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী প্রশান্ত মুর্ম্মু** ও **২)শ্রী পরিতোষ মুর্ম্মু**, উভয়ের পিতা ৺সুভাষ চন্দ্র মুর্ম্মু-কে দানপত্র করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী প্রশান্ত মুর্ম্মু** ও **২)শ্রী পরিতোষ মুর্ম্মু**, তাহাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা মেদিনীপুর ২য় সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিসান আদালত
T.S.-৮২/১৭ সাল
হরিপ্রিয়া রায় ..... বাদী
বনাম
নিলকান্ত মাইতি .... বিবাদী

To,
7) **Gangadhar Dey** S/O- Lt. Gunadhar Dey, 12) **Moni Sankar Bhandar** S/O- Lt Radhya Shyam Bhandar, 22) **Kajal Choube** W/O- Lt. Nakul Choube All of Vill- Chatla, P.O- Chholo Chatla, P.S-Belda, Dist-Paschim Medinipur, **16/a) Daymanti Bhunia** W/O- Lt. Sudhan Bhunia, **16/b) Manas Bhunia, 16/c) Pijush Bhunia** All S/O- Lt Sudan Bhunia, **16/d) Chhabi Dutta** W/O- Sujan Dutta All Vill- Kharki, P.O- Contai, P.S.- Contai, Dist- Purba Medinipur

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত নং মোকদ্দমা বাদিনী আপনাদিগের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল সম্বন্ধে Partition পাওন বাবদ উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন নতুন আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Date fixed on 02/07/2026
(A) Schedule Suit Land

১) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- বেলদা, মৌজা- চাটলা, জে.এল.নং- ৪০৬. এল.আর. খতিয়ান নং- ২৭৩।

দাগ	শ্রেনী	পরিমান
৭৯	জল	৩৪ ডেঃ
৮০	জল	০৮ ডেঃ
১০১	জল	৪১ ডেঃ
১০৩	জল	৯১ ডেঃ
১০৭	জল	৪৬ ডেঃ
১১০	জল	১৬ ডেঃ
৩০৭	জল	৪৩ ডেঃ
৫৩২	পুকুর	২১ ডেঃ
৫৩৯	কালা	১৪ ডেঃ
৫৪৪	কালা	০৫ ডেঃ
৫৪৫	বাস্ত	১০ ডেঃ
৫৪৬	বাস্ত	১১ ডেঃ
৫৪৮	বাস্ত	১৩ ডেঃ
৫৫৯	জল	২০ ডেঃ
৫৬২	জল	৫৮ ডেঃ
১১১/৮০৯	জল	৪.৪৮ ডেঃ

২) মৌজা- রঘুরামচক, জে.এল. নং- ৬৭৬, এল.আর. নং- ২০৫

দাগ	শ্রেনী	পরিমান
১৩	জল	৪৬ ডেঃ
৭৭	জল	২২ ডেঃ

৩) মৌজা উত্তর ধন্যসারি জে. এল নং- ৬৭৮, এল. আর. খতিয়ান নং- ২৩৪

দাগ	শ্রেনী	পরিমান
১৮	জল	৬৮ ডেঃ

ইতি - অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র (সেরেস্তাদার)
২য় সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিসন আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, তাং- ০৬/১২/২৫

বিজ্ঞপ্তি

In the 1st Court of Civil Judge (Junior. Divi) Paschim Medinipur
T.S. No.- 359/2012
সেক কুতুবুদ্দিন দীং ..... বাদীগন
বনাম
মোসাম্মত আনুয়ারা বিবি দীং ... বিবাদীগন

এতদ্বারা জানানো যায় যে অত্র নং মোকর্দ্দমায় ১ (ছ) **মোসাম্মত সামসুন নেহার**, স্বামী- তাহের আলি, সাং- চাপাডালি (বেলুন), পোষ্ট - পাঁশকুড়া (আর.এস), ওয়ার্ড নং- ১৬, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৫২ এবং ১ (জ) **কামরুন নেহার**, স্বামী- সেকজালাল হোসেন, সাং + পোষ্ট- মুগবসান, থানা- কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, বিবাদীগন বার বার আদালতের সমনাদি লইতে অস্বীকার করার কারনে বাদীগনের করা u/or 5 Rule 20 C.P.C. মতে দরখাস্ত হুজুরাদালত allow করিয়াছেন। সেকারন অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত বিবাদীগন হুজুরাদালতে নিজ স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া তাহাদের লিখিত বিবরন জমা করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক অত্র মোকর্দ্দমায় অত্র ১ (ছ) ও ১ (জ) বিবাদীগনের বিরুদ্ধে এক তরফা বিচার হইবে।

আদেশানুসারে
সমীরণ দাস (সেরেস্তাদার)
প্রথম সিভিলজজ (নিম্ন বিভাগ)
পশ্চিম মেদিনীপুর,

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মহঃ কামরুজুমান ওরফে হীরা ওরফে আবু রউফ ওরফে আবু মনসুর মহাম্মদ কামরুজুমান**, পিতা মরহুম আব্দুর রউফ, সাকিম ১৩-১৫ লিমিট রোড, সিঙ্গাপুর-২৫৮৬৪৬, হাল সাকিম ২এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, প্রিন্সেস স্ট্রীট, বৌবাজার, কোলকাতা-৭০০০৭২ মহাশয় বিগত ইং ২০২৫ সালে A.R.A.-IV, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01626/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **মমতাজ রউফ**, পিতা মরহুম আব্দুর রউফ, সাকিম ২এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, প্রিন্সেস স্ট্রীট, বৌবাজার, কোলকাতা-৭০০০৭২, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর সমর্থনকারী বিক্রেতা **১)সাহফুদ্দিন মোল্লা, ২)মোসারফ মোল্লা ও ৩)জামালউদ্দিন মোল্লা**, সকলের পিতা মরহুম মান্নান মোল্লা, মহাশয়গণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২৬/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-14464/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাইফুল ইসলাম মন্ডল**, পিতা সইদুল ইসলাম মন্ডল, সাকিম কলাছড়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ২৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা কাঁকুড়িয়া, ৪৩ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৫১২ তথা হাল এল.আর. ৫৮৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৬ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল ও অপর সমর্থনকারী বিক্রেতা যৌথ ভাবে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সাইফুল ইসলাম মন্ডল**, পিতা সইদুল ইসলাম মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল, শ্রী সুখময় দে, পিতা- জগৎ জীবন দে, ঠিকানা- গ্রাম + পোষ্ট- চোরচিতা, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৬, ইংরাজী ২০/০৯/২০১১ তারিখে BOOK IV, ০০০১১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর- গোপীবল্লভপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত জে.এল. নং ২০৩ নয়াগ্রাম মৌজায় আর. এস ও এল. আর- ৩২৬ নং দাগে ২৬৫ নং খতিয়ানে - ১২৭৫০ বর্গলিঙ্ক এবং ৩২৭ দাগে -২২৫০ বর্গলিঙ্ক , মোট-১৫০০০ বর্গলিঙ্ক / ০.১৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৪/১০/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর-২ পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪৯০ ও ২৪৯১ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে (১) মনোজ কুমার পৈড়া, (২) অনুজ কুমার পৈড়া, (৩) সরোজ পৈড়া – সর্ব পিতা- স্বর্গীয় যামিনী কান্ত পৈড়া, (৪) শ্রীমত্যা তরুলতা পৈড়া, স্বামী- স্বর্গীয় যামিনী কান্ত পৈড়া সর্ব ঠিকানা- গ্রাম + পোষ্ট- রান্টুয়া, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৬ (৫) শ্রীমত্যা জ্যোৎস্না রাজ, স্বামী- সুধাংশু রাজ, গ্রাম + পোষ্ট- পাতিনা, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা-ঝাড়গ্রাম (৬) শ্রীমতি কবিতা মন্ত্রি,স্বামী- চিত্রেশ্বর মন্ত্রি, গ্রাম -পাতলাডিহা, পোষ্ট- লাউপাড়া, থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৭) শ্রীমতি লিলিমা রাউৎ,স্বামী- সুকুমার রাউৎ, গ্রাম - তিলা, পোষ্ট- কাটুশোল, থানা- বড়শোল, জেলা- পূর্ব সিংভুম, (৮) শ্রীমতি আশালতা সাউ, স্বামী- পুলিন বিহারী সাউ, গ্রাম- কুজড়া, পোষ্ট + থানা- বেলিয়াবেড়া, জেলা-ঝাড়গ্রাম, (৯) শ্রীমতি নমিতা জানা, স্বামী- পুরুষোত্তম জানা, গ্রাম + পোষ্ট- মালিঞ্চা, থানা-বেলিয়াবেড়া, জেলা- ঝাড়গ্রাম সর্ব পিতা- স্বর্গীয় যামিনী কান্ত পৈড়া পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারগণ (১) মনোজ কুমার পৈড়া (২) অনুজ কুমার পৈড়া (৩) সরোজ পৈড়া - সর্ব পিতা- স্বর্গীয় যামিনী কান্ত পৈড়া এর নিকট হইতে ক্রয় করি এবং বি. এল. এল. আর. ও গোপীবল্লভপুর-২, বেলিয়াবেড়া অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি, যাহার মিউটেশন কেস নং-MN/2026/2203 / 1574, MN / 2026 / 2203 / 1575, উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে গোপীবল্লভপুর - ২, বেলিয়াবেড়া বি. এল. আর. ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে । শ্রী সুখময় দে, মোবাইল -৯৯৩২৫৮৩১৭৭

Anup Mahata
Advocate, Jhargram Court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)মানিজা খাতুন** স্বামী আসরাফ হোসেন, **২)মমতাজ হালদার** পিতা মরহুম মহম্মদ মুসা হালদার উভয়ের সাকিম বালিকুখাড়ী, হরিট, দাদপুর, হুগলী- ৭১২৩০৫, **৩)সেখ আমির আলি** পিতা সেখ ফকির মহম্মদ, সাকিম চক সুলতান, ধনিয়াখালী, হুগলী- ৭১২৩০২, **৪)রুকসানা বেগম** স্বামী মোস্তাক ওস্তাগার, সাকিম মহেশ্বরপুর, পুইনান, দাদপুর, হুগলী- ৭১২৩০৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৮/০৩/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00027/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে এবং **৫)হোসেনারা খাতুন** স্বামী মহঃ আনোয়ার হোসেন, সাকিম তালবাগানপাড়া, চালতিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১, **৬)রোজিনা খাতুন** স্বামী জামিরুদ্দিন, সাকিম হাজীপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, **৭)নাসির উদ্দিন মল্লিক**, পিতা মরহুম খলিল রহমান মল্লিক, সাকিম নারায়নপাড়া, সুগন্ধা, পোলবা, হুগলী- ৭১২১০২, **৮)সেখ সামসাদ বিবি** স্বামী সেখ খায়ের, পিতা মরহুম খলিল রহমান মল্লিক, সাকিম রক্তাপাড়া, জেজুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১২/০৩/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00026/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমার মক্কেল **৯)মানজিলা খাতুন** স্বামী মহঃ মাহফুজ, সাকিম জামপুর, পুইনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **১৫)আজমিরা খাতুন** স্বামী মরহুম সালমান হোসেন, সাকিম গনেশপুর, আঁটি, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ ও **১৬)মাসরুফা বেগম** স্বামী সেখ জাকির হোসেন, সাকিম তিশা, বড়সরাই, বড়তাজপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৩০৪, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১২/০৩/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00027/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমার মক্কেল **১৭)সেখ ফজলে হোসেন** পিতা মরহুম সালমান হোসেন, সাকিম গনেশপুর, আঁটি, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেলদ্বয় **মানজিলা খাতুন** ও **সেখ ফজলে হোসেন** উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকগণ **১০)বাসেরা বেগম, ১১)সেখ আজিজুল হোসেন, ১২)সেখ মোজাম্মেল হোসেন, ১৩)সেখ মুজিবর হোসেন, ১৪)সেখ জিয়ারুল হোসেন**, মহাশয়/মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ০৯/০৭/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-07595/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রী চিরঞ্জীত মুখার্জী**, পিতা শ্রী হিরন্ময় মুখার্জী, সাকিম হরিট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ২৯.৩৬ শতক নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা বালিকুখাড়ী, জে.এল. নং ৬৯, হাল এল.আর. নং ৮২১, ৮২২, ৮২৪, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯ ও ৮৩০ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৯৬২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫২ শতকের মধ্যে ০.৪২৩৭ অংশে কমবেশী ২৩ শতক, ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৯৮১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫ শতকের মধ্যে ০.৪২৩৭ অংশে কমবেশী ৬.৩৬ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট কমবেশী ২৯.৩৬ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী চিরঞ্জীত মুখার্জী, পিতা শ্রী হিরন্ময় মুখার্জী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী,
মোকাম চন্দননগর দেওয়ানী বিচারক (কঃবিঃ) প্রথম আদালত
টাইটেল স্যুট-১২৪/২০২২

শ্রী সঞ্জয় ব্যানার্জী, পিতা-মৃত মৃণাল ব্যানার্জী, সাং- গোপালবাবু রোড, চারমন্দিরতলা, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৬, অত্র আদালতে ১। শ্রীমতি শম্পা ব্যানার্জী, পিতা- মৃত পরিমল ব্যানার্জী, ২। পম্পা ব্যানার্জী, পিতা-মৃত পরিমল ব্যানার্জী, ৩। শিখা ব্যানার্জী, পিতা-মৃত শ্যামল ব্যানার্জী, সাং-গোপালবাবু রোড, চারমন্দিরতলা, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৬, এর বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করেন এবং আপনাদের উপর বারংবার সমন জারি করা হইলেও তাহা আপনারা বিভিন্ন কারণে লইতে পারেন নাই ।

এমতাবস্থায় এই নোটিশ দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ ১। শ্রীমতি শম্পা ব্যানার্জী, ২। পম্পা ব্যানার্জী, ৩। শিখা ব্যানার্জী, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং হাজির হইয়া অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো উকিলবাবুর নিয়োগ মতে নিজ স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে।

Monojit Chakraborty
Sheristader
Civil Judge (Junior Division)
1st Court, Chandernagore
21/04/26
Debam Chatterjee
Advocate

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী **মৃত্যুঞ্জয় জি মন্ডল ওরফে মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল**, পিতা গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম শ্রীপুর ২ নং, শ্রীপুর বাজার, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪, মহাশয় বিগত ইং ১৭/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14036/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)মহম্মদ আশিক**, পিতা সেখ আব্দুল আলিম, সাকিম ঘোষপুকুর, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ ও **২)শ্রী প্রবীর সরকার**, পিতা ৺গৌরাঙ্গ সরকার, সাকিম সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়দ্বয়কে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছেন। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, ৩৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২০২ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৪৫৮ নং তথা হাল এল.আর. ৭৬০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬৫ শতকের মধ্যে ১৮.৩২ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ১৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলদ্বয় **১)মহম্মদ আশিক** ও **২)শ্রী প্রবীর সরকার**, উক্ত আমমোক্তারকৃত তপশীল সম্পত্তি, পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী রাসমনি বাস্কে**, পিতা শ্রী চৈতন্য মুর্ম্মু, স্বামী শ্রী সাগর বাস্কে, সাকিম দত্তপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, মহাশয়া তাহার পিতার নিকট হইতে দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত তপশীলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই (পিতার নামীয়) তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। যাহার **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, ৪৭ নং জে.এল. ভুক্ত, জগজীবন মৌজায়, হাল এল.আর. ৮৩২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮২ শতক তন্মধ্যে ১৬ শতক সম্পত্তি। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৯৭৩৫২৪৬৯৩৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুরে অবস্থিত মাননীয় ১ম দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে

টাইটেল স্যুট নং- ৭১৫/২০২৬
দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ ১ বিধি ৮ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় ১ম দিওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন), ১ম আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কর্তৃক ১৯.০৫.২০২৬ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে বাদীপক্ষ অ্যামরেক্স মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে জারিকৃত।

অ্যামরেক্স মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৫৬ অনুসারে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২৬, বেলভেডিয়ার রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, এই মাননীয় আদালতের বিচারিক এলাকার অন্তর্গত;

...বাদী

-বনাম-

১. **শর্মিলা বিজয় শেঠি**, স্বামী-বিজয় শেঠি, বাসিন্দা-বি-৩২, টার্ফ ভিউ, সেঠ মতিলাল সিংহি মার্গ, মুম্বাই-৪০০০১৮, মহারাষ্ট্র;
২. **বি অ্যান্ড এ লিমিটেড**, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুসারে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি (CIN: L01132AS1915PLC000200), যার কর্পোরেট অফিস-১১৩, পার্ক স্ট্রিট, ৯ম তলা, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ এবং নিবন্ধিত কার্যালয়- গ্রাম গারিয়াহাবি গ্রান্ট, চারিঙ্গিয়া, মৌজা খাঙ্গিয়া, জেলা জোরহাট, অসম-৭৮৫০০৬;
৩. **হেমেন বরুয়া বেনেভোলেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি ট্রাস্ট**, প্রয়াত হেমেন্দ্র প্রসাদ বরুয়া কর্তৃক ২১ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রাস্ট, যার ট্রাস্টিগণের যোগাযোগের ঠিকানা- গ্রাম গারিয়াহাবি গ্রান্ট, চারিঙ্গিয়া, মৌজা খাঙ্গিয়া, জেলা জোরহাট, অসম-৭৮৫০০৬;
৪. **এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড**, একটি ব্যাংকিং কোম্পানি ও ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট, যার একটি ব্যবসায়িক কার্যালয় ১১, ইউ.এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ;

...বিবাদীগণ

বিবাদী নং ২, বি অ্যান্ড এ লিমিটেড-এর সকল পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি

এই মর্মে অবগত করা যাচ্ছে যে, বাদী **অ্যামরেক্স মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** মাননীয় ১ম দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন), ১ম আদালত, আলিপুরের নিকট **টাইটেল স্যুট নং ৭১৫/২০২৬** দায়ের করেছেন, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ১৪.১১.২০২৫ তারিখের বিতর্কিত **ফর্ম-সি-এর** বৈধ্যতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। উক্ত ফর্মসি-এর মাধ্যমে বিবাদী নং ১, বি অ্যান্ড এ লিমিটেড-এর ১১.৭৮.১১৮ (এগারো লক্ষ আটাত্তর হাজার একশত আঠারো) সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার, যা কোম্পানির মোট ৩৮% শেয়ারহোল্ডিং প্রতিনিধিত্ব করে, তারা মালিকানা দাবি করেছেন।

মাননীয় আদালত১৯.০৫.২০২৬ তারিখের আদেশে বাদীকে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ ১ বিধি ৮ অনুসারে প্রতিনিধি ক্ষমতায় মামলা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিবাদী নং ২, বি অ্যান্ড এ লিমিটেড-এর সকল পাবলিক শেয়ারহোল্ডারের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক, যাঁদের স্বার্থ এই মামলার প্রশ্নাবলীর সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িত।

দাবিকৃত প্রতিকার সমূহঃ বাদী, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ ২ বিধি ২ এবং আদেশ ১ বিধি ৮ অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রার্থনা করেছেন; ১৪.১১.২০২৫ তারিখে বিবাদী নং ১ কর্তৃক দাখিলকৃত বিতর্কিত ফর্ম-সি, যার মাধ্যমে বিবাদী নং ২-এর ১১,৭৮,১১৮ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ারের মালিকানা ও অধিকার দাবি করা হয়েছে, সেটিকে বেআইনি, বাতিল, আইনত অস্তিত্বহীন ও সূচনালগ্ন থেকেই অকার্যকর ঘোষণা করার প্রার্থনা করেছেন; আরও ঘোষণা প্রার্থনা করেছেন যে, বিবাদী নং ১-এর উক্ত শেয়ারসমূহের উপর কোনো স্বত্ব মালিকানা, ভোটাধিকার বা অন্য কোনো অধিকার নেই; পাশাপাশি বিবাদী নং ১-কে উক্ত ফর্ম-সি বা তার ভিত্তিতে দাবিকৃত অধিকার কার্যকর করা, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা বা শেয়ারসমূহ নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা হতে, বিবাদী নং ২-কে উক্ত ফর্ম-সি-কে কোনো রূপে স্বীকৃতি বা কার্যকারিতা প্রদান করা হতে এবং বিবাদী নং ৪-কে উক্ত শেয়ারসমূহের বিষয়ে কোনো হস্তান্তর, ট্রান্সপোজিশন, বন্ধক বা অন্য কোনো ডিম্যাট কার্যক্রম পরিচালনা করা হতে স্থায়ীভাবে বিরত রাখার আদেশ প্রার্থনা করেছেন; এছাড়াও বিতর্কিত ফর্ম-সি প্রত্যাহার, শেয়ারহোল্ডিং সংক্রান্ত নথি ও প্রকাশনা সংশোধন, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং মামলার প্রকৃতি ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও উপযুক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিনিধি ক্ষমতায় মামলা পরিচালনা

এই মামলা প্রতিনিধি ক্ষমতায় পরিচালিত হচ্ছে। অতএব, এই মামলায় প্রদত্ত যে কোনো ডিক্রি বা আদেশ বিবাদী নং ২-এর সকল পাবলিক শেয়ারহোল্ডারের উপর বাধ্যতামূলক হবে, তাঁরা মামলায় পৃথকভাবে উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন।

সাধারণ জনগণের প্রতি অবগতি

বিবাদী নং ২, বি অ্যান্ড এ লিমিটেড-এর সকল পাবলিক শেয়ারহোল্ডার এবং এই মামলার বিষয়বস্তুর সঙ্গে স্বার্থসম্পন্ন সকল ব্যক্তি এই মর্মে অবগত হোন যে, তাঁরা আইনানুগভাবে মাননীয় ১ম দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন), ১ম আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিকট আবেদন করে পক্ষভুক্ত হতে বা মামলার কার্যধারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আরও অবগত করা যাচ্ছে

১৯.০৫.২০২৬ তারিখের আদেশে মাননীয় আদালত ১৯.০৬.২০২৬ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, যার মাধ্যমে-

(ক) বিবাদী নং ১, শর্মিলা বিজয় শেঠি, তাঁর কর্মচারী, প্রতিনিধি, ভৃত্য ও আইনজীবীগণকে বিতর্কিত ফর্ম-সি-এর উপর নির্ভর করা, কার্যকর করা বা তার ভিত্তিতে কোনো অধিকার দাবি করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তাঁকে উক্ত শেয়ারের উপর ভোটাধিকার প্রয়োগ বা অন্য কোনোভাবে লেনদেন করতেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও, কোনো উপযুক্ত আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতীত তিনি উক্ত শেয়ারের মালিকানা দাবি করে নতুন কোনো আইনগত প্রকাশনা দাখিল করতে পারবেন না;

(খ) বিবাদী নং২, বি অ্যান্ড এ লিমিটেড, তার পরিচালনা পর্যদ কোম্পানি সেক্রেটারি, কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের বিতর্কিত ফর্ম-সি-কে কোনোভাবে কার্যকর করা, বিএসই-তে কোনো প্রকাশনা বা সাধারণ সভায় তার প্রভাব স্বীকার করা এবং বিবাদী নং ১ কর্তৃক উক্ত শেয়ারের ভিত্তিতে প্রদত্ত ভোট গণনা করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে

(গ) বিবাদী নং ৪, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, তার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রতিনিধিদের বিবাদী নং ১-এর কোনো নির্দেশে নিম্নলিখিত শেয়ারসমূহের বিষয়ে কোনো হস্তান্তর, ট্রান্সপোজিশন, লেনদেন, বন্ধক, দায়সৃষ্টি বা অন্য কোনো ডিম্যাট কার্যক্রম অনুমোদন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে-

(i) DPID IN 301151, Client ID 26424547 সম্বলিত যৌথ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে রক্ষিত ৮৬১৯১৮ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার; এবং

(ii) DPID IN 300476, Client ID 40436310, সম্বলিত বিবাদী নং ১-এর একক ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে রক্ষিত ৩,১৬,২০০ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার;

যতক্ষণ না কোনো উপযুক্ত আদলতের নির্দিষ্ট পূর্বানুমোদন প্রাপ্ত হয়।

উক্ত মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য মাননীয় ১ম দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) ১ম আদালত, আলিপুরের নিকট ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে।

তারিখ ১০.০৬.২০২৬ আদেশক্রমে।

Rupali Banerjee
Sr. Sheristadar
1st Civil Jude (Sh. Div),
Alipore, South 24 Pgs

হাওড়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ১৪ দিনের কর্মসূচি, প্রস্তুতি বৈঠকে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলাজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৪ দিনের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের বৈঠকে কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক পি. দীপাপ প্রিয়া-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা।

জেলা শাসক জানান, ৭ জুন থেকে শুরু হওয়া কাউন্টডাউন কর্মসূচির মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যোগচর্চাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কর্মী, পড়ুয়া, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রবীণ নাগরিক, পুলিশ ও দমকল কর্মী-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সাইক্লোথন, স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতা বিষয়ক যোগ শিবির, প্রবীণদের জন্য বিশেষ যোগচর্চা, যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং গঙ্গার ধারে গণ-যোগাভ্যাসের মতো একাধিক কর্মসূচি ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেই বৃহস্পতিবার জানান জেলা শাসক। এছাড়া ১৯ জুন 'দৌড় ও ধ্যান' কর্মসূচি এবং ২০ জুন যোগ উৎসবের আয়োজন করা হবে।

২১ জুন জেলা স্তরের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে। সেখানে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, গোটা কর্মসূচিতে কয়েক হাজার মানুষকে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক পি. দীপাপ প্রিয়া বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে জেলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো এবং যোগচর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কর্মসূচিগুলি সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

জেলা প্রশাসনের মতে, শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নেও যোগের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এ বছরের কর্মসূচিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ২১ জুনের মূল অনুষ্ঠান ঘিরে জেলায় প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে আছে।

যোগ দিবস ও নিট পরীক্ষার দিন চলবে অতিরিক্ত মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান এবং নিট-স্নাতক স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আগামী ২১ জুন, রবিবার বিশেষ মেট্রো পরিষেবার ঘোষণা করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ওই দিন ভোর ৪টা থেকেই নীল, সবুজ এবং হলুদ করিডরে মেট্রো চলাচল শুরু করা হবে বলেই বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।

মেট্রো সূত্রে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রেড রোডে আয়োজিত যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবং নিট পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত যাত্রী চাপ সামাল দিতে রবিবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে। তবে শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না।

নীল করিডরে এদিন মোট ২১৪টি পরিষেবা চলবে, যা সাধারণ রবিবারের ১৫২টি পরিষেবার তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়াও দক্ষিণেশ্বর, নোয়াপাড়া, মহানায়ক উত্তমকুমার এবং শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে ভোর ৪টায়। ওই দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ১৪ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে।

একইভাবে রবিবার দিনে সবুজ করিডরে মোট ১৭৩টি পরিষেবা চালানো হবে। হাওড়া ময়দান থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে ভোর ৪টায় এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ৪টা ২ মিনিটে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে।

এরপর স্বাভাবিক রবিবারের সময়সূচি কার্যকর করা হবে। হলুদ করিডরেও পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে। মোট ১১২টি ট্রেন চলবে। নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দরগামী প্রথম ট্রেন ছাড়বে ভোর ৪টা ১৮ মিনিটে। বিপরীত দিকের প্রথম ট্রেন ৪টা ৪০ মিনিটে। ওই দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ১৮ থেকে ২০ মিনিট অন্তর পরিষেবা মিলবে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই দিন বেগুনি ও কমলা করিডরে কোনও পরিবর্তন থাকবে না।

রবিবার ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগ দিবসের কর্মসূচি এবং নিট পরীক্ষাকে ঘিরে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

বিধানসভার সই-কাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করতে চায় সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার বিধানসভার সই-কাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবারই তাঁর কাছে সিআইডির তরফ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে খবর। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সাংসদ কল্যাণ প্রশ্ন তোলেন কীভাবে এবং কেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এদিকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের চিঠি দিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বার অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া ওই চিঠিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এও লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিরুদ্ধে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা একটি মামলায় তিনি লড়ছেন। আর এই মামলায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে একজন বিধায়ক রাজ্য বিধানসভার সচিবের কাছে এই মর্মে অভিযোগ জানান যে, ওই নথিতে থাকা কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষর নাকি জাল করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিব হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন এবং পরবর্তীতে এই মামলার তদন্তভার রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। চিঠিতে কল্যাণ আরও জানান, এই মামলা নিয়ে গত ৩ দিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল-জবাব করেছেন এবং এই বিষয়ে একটি আদালত নির্দেশও দিয়েছে। এরই মধ্যে তার কাছে একটি ফোন আসে। কল্যাণের বক্তব্য, একজন নিজেকে সিআইডি অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে ফোন করেন। ওই তদন্তের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অনুমতি চান!

আর এখানেই তৃণমূল সাংসদের প্রশ্ন, একজন সিনিয়র আইনজীবীকে কীভাবে পুলিশ এভাবে ফোন করার সাহস পায়। তিনি যে আদালতে একটি ফৌজদারি মামলার

পক্ষে সওয়াল করছেন, পুলিশ কীভাবে তাঁকে সেই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে।

প্রসঙ্গত, এই সই জাল কাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যে তৃণমূলের একাধিক বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। শুধু তাই নয়, সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। কারণ তাঁর সই করা চিঠিই গেছিল বিধানসভা স্পিকারের কাছে যেখানে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিল।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয় আদালতের রেড রোডেই যোগ দিবস

জনস্বার্থের জন্য পুলিশকে বিকল্প রাস্তা তৈরির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেড রোডেই হবে যোগ দিবস। রাজপথে এই দিন পালনে কোনও বাধা রইল না। কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। তবে জনস্বার্থের জন্য পুলিশকে বিকল্প রাস্তা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২১ তারিখ অনুষ্ঠানের পরেই পুলিশকে রেড রোড খালি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বলেও নির্দেশ। রেড রোড বন্ধ করার বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই নির্দেশ হাইকোর্টের। এছাড়াও মামলাকারী পক্ষ ও রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, যোগ দিবস পালনে ৭ দিন বন্ধ থাকবে রেড রোড। এর জেরে আমজনতার হয়রানি হতে পারে বলে বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবীদের একাংশ। এরপরই বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলায় পরামর্শ দেন, ২১ জুন পর্যন্ত নাগরিকরা যাতে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করেন। তবে এই মামলায় বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, এই অনুষ্ঠান ব্রিগেডে করা হচ্ছে না কেন তা নিয়ে। উত্তরে রাজ্যের অ্যাডিশন্যাল এজি বিলদ্বল ভট্টাচার্য জানান, সেনা বাহিনী এই অনুষ্ঠানের জন্য রেড রোড অনুমোদন করেছে। এটা রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠান। মাত্র ৮০০ মিটার বন্ধ করা হয়েছে। বাকি সব রাস্তা খোলা আছে। এরপরই বিচারপতি তখন প্রশ্ন করেন, 'এটা ব্রিগেডে হলে কী ক্ষতি হত? আমি মানছি এটা রাজ্যের সরকারি অনুষ্ঠান, এটা রাজনৈতিক নয়, তারপরেও বলছি এটা ব্রিগেডে হলে নাগরিকের ওই রাস্তা ব্যবহারে সমস্যা হত না। আর গোটা রাস্তা বন্ধ কেন, কেন অর্ধেক খোলা নয়?' তখন এএজি জানান, 'প্রধানমন্ত্রী এসপিজি নিরাপত্তা পান। তার জন্য গোটা রাস্তা বন্ধ করতে হচ্ছে। তার নিরাপত্তার কারণেই ব্রিগেডে করা যাচ্ছে না।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যোগ দিবসে কলকাতায় আসবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৭ দিন বন্ধ থাকছে রেড রোড। সেই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলাকারীর আবেদন খারিজ করে জানাল, রেড রোডে যোগ দিবস পালনের কোনও বাধা নেই। তবে বিকল্প পথের ব্যবস্থার পাশাপাশি ২১ তারিখ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরই সেই রাস্তা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি মামলাকারী পক্ষ এবং রাজ্যকে এ ব্যাপারে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও দেয় আদালত। একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশকেও স্পষ্ট করে দেন, এই সময়ের মধ্যে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে সব নাগরিকদের জন্য, যাতে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। অনুষ্ঠান শেষ হলেই যাতে সেই রাস্তা ব্যবহার করা যায়, সেটা পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে। এই মামলায় সেনাবাহিনীকে আগামী দিনে যুক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২১ জুন কলকাতার রেড রোডে উদযাপিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে ২০ জুন, সকালে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে গঙ্গাবক্ষে যোগাভ্যাসের মেগা কার্নিভাল। ৫০০ নৌকোয় হবে যোগাভ্যাস। সূত্রের খবর, মিলেনিয়াম পার্ক, বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর, বাবুঘাট, প্রিন্সেপ ঘাটে হবে এই যোগ কার্নিভাল। যেখানে বিকেলে ড্রোন শো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে পারে। সেই উপলক্ষে কলকাতায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এবার হাইকোর্টের নির্দেশের পর কোনও বাধা থাকল না।

নবান্নে কেন্দ্র-রাজ্যের জল বৈঠক, গতি পেতে চলেছে জল জীবন মিশন, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পানীয় জলের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করতে কেন্দ্রের সঙ্গে নতুন সমন্বয়ের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে নবান্নে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিলের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে জল জীবন মিশনের কাজ আরও জোরদার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য রাজ্যের প্রত্যন্ততম এলাকার বাসিন্দাদের কাছেও নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করবে বলে তিনি পোস্টে উল্লেখ করেন।

শুধু জল জীবন মিশনই নয়, গঙ্গা দূষণ রোধ এবং জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় প্রকল্পেও রাজ্যের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, জলশক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একদিকে যেমন রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ এগোবে, তেমনই জাতীয় গুরুত্বের প্রকল্পগুলিও নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে বলেই মুখ্যমন্ত্রীর দাবি।

তবে বৈঠকের পর রাজনৈতিক বার্তাও দিতে ভোলেননি তিনি। পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে অতীতে ইচ্ছাকৃত বাধা তৈরি করা হয়েছিল। পাশাপাশি সেই সব প্রকল্পের সাফল্যের কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টাও করা হয় বলেই তাঁর অভিযোগ।

বর্তমান সরকার সেই অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর কোনও প্রশাসনিক জটিলতা বা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের অগ্রাধিকার। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বৈঠক শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়। বরং কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নতুন সমীকরণেরও ইঙ্গিত বহন করছে। বিশেষ করে নতুন সরকার গঠনের পর উন্নয়ন ও পরিকাঠামোকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থান, মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তায় তারই প্রতিফলন স্পষ্ট বলেই রাজনৈতিক মহলের মত।

ফের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অভিযান সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় সিআইডির আধিকারিকরা। তবে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নয়, এবারে তাঁদের গন্তব্য ভিন্ন একটি ফ্ল্যাট। ২৯/ডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। সূত্রে খবর, এই ফ্ল্যাটেই থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আত্মীয় অদিতি গায়েন। সম্পর্কে মমতার বোনঝি হন। বৃহস্পতিবার কোন মামলায় সিআইডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে গিয়েছিল, তা প্রথমে স্পষ্ট না হলেও পরে জানা যায়, অভিষেকের ডিজে মন্তব্যের তদন্ত করতেই মমতার বোনের বাড়িতে হাজির হন তদন্তকারীরা। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বোনঝি অদিতি গায়েনের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলেন তাঁরা।

২৯/ডি নম্বরের ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে স্থানীয়দের কিছু প্রশ্নও করেন রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ওই ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় তলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন থাকেন। সেখানেই এসেছেন সিআইডি আধিকারিকরা।

বিধায়কদের সই জাল মামলায় একাধিকবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছে সিআইডি। সম্প্রতি মমতার কালীঘাটের বাড়ি সংলগ্ন তৃণমূলের পার্টি অফিসে তল্লাশিও চালান তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় ভবানী ভবনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে সিআইডি। পাশাপাশি অভিষেকের ডিজে মন্তব্য মামলাতেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিআইডি আধিকারিকরা। এই মামলার তদন্তের জন্যই এদিন কালীঘাটে মমতার বোনের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। মমতার বোনের মেয়ে অদিতি গায়েনের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলেন তাঁরা। উল্লেখ্য, অভিষেকের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সামলাতেন অদিতি।

আদালতের দ্বারস্থ সুমিত, সাময়িক স্বস্তিতে অভিষেকের আপ্ত সহায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আদালতের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়। জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হতে পারেন। সেই আশঙ্কায় আগাম জামিনের শুনানির জন্য বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিচারপতি মৌখিক আশ্বাস দেন। ফলে সাময়িক স্বস্তিতে সুমিত। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় শুক্রবার শুনানি হতে পারে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আর্কষণ করেন সুমিতের আইনজীবী। আগেই অভিষেকের পিএ-র বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জমি দুর্নীতি, নির্বাচনে প্রার্থী করার নামে তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে সুমিতের নামে। সে সবের তদন্তে নেমে মেদিনীপুর জেলা পুলিশের স্ক্যানারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শালবনি থানার পুলিশ তাঁর খোঁজ শুরু করতেই বেপাত্তা হয়ে যান তিনি। পুলিশের আবেদনে মেদিনীপুর আদালত সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি

পরোয়ানা জারি ও লুক আউট নোটিস জারি করা মাত্র সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর আইনজীবী। সুমিতের হয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানান। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হলে অবশ্য তিনি খারিজ করে দেন। তারপর ফের বৃহস্পতিবার জয় সেনগুপ্তর দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। শুক্রবার শুনানি হতে পারে বলে খবর।

উল্লেখ্য, মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, এই মুহূর্তে জেলবন্দি সুজয় হাজরাকে গ্রেপ্তারের পরই উঠে আসে সুমিতের নাম। অভিযোগ, ছাব্বিশের ভোটে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। এছাড়া শালবনিতে একটি জমি দুর্নীতি মামলাতেও অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে সুমিতের। এ সব অভিযোগ পেয়ে সুমিতের খোঁজে শালবনি থানার পুলিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়েও সুমিতকে পাওয়া যায়নি। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, সুমিত রায়ের খোঁজে এখনও জোরকদমে তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। কালীঘাটে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানোর দিনেই তাঁর শ্বশুর বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। তবে সেখানেও খোঁজ মেলেনি সুমিতের। তারপর থেকে এখনও অধরা অভিষেকের আপ্ত সহায়ক। ফলে সুমিত রায় বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবারের হাইকোর্টের শুনানির দিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে তদন্তকারী সংস্থা সকলেরই।

সিবিআই দপ্তরে হাজিরা পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর কাণ্ডে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করেছিল সিবিআই। সেই তলবেই বৃহস্পতিবার নিউটাউনের সিবিআই অফিসে হাজিরা দেন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত করতে গিয়ে বারবার নির্মল ঘোষের নাম উঠে আসে। তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা-ও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

এদিকে পালাবদলের পর খুলেছে আরজি কর মামলার ফাইল। নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলার তদন্তে নতুন গতি পেয়েছে। এবার এই মামলায় পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নিউটাউনের সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার দিন নির্মলের ভূমিকা কী ছিল তা জানতে চায় সিবিআই।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বুধবার সকালে পানিহাটি শ্মশানে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্রকে ২০ মিনিটের বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর আধিকারিকরা বেরিয়ে যান। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ

পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার মৃতদেহ তড়িঘড়ি দাহ করার জন্য পরিবারের উপর চাপ বাড়ানো হয়েছিল বলেও দাবি করা হয় মৃতের পরিবারের তরফ থেকে। আর এই গোটা প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এমনকী হাসপাতাল থেকে দেহ বের করার সময়ও তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পৌঁছে গিয়েছিলেন শ্মশানঘাটেও। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা নির্মল ঘোষকে প্রশ্ন করতেই পারেন, কেন সেই রাতে তিনি শ্মশানে গিয়েছিলেন তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও করা হতেই পারে কার নির্দেশে গিয়েছিলেন বা গোটা প্রক্রিয়া চলাকালীন কী হয়েছিল সে ব্যাপারেও। প্রশ্ন করা হতে পারে সমগ্র ঘটনায় তিনি কী করেছিলেন বা কেন তড়িঘড়ি দেহ সংকার করা হল নির্যাতিতার দেহ সে ব্যাপারেও।

তোলাবাজি, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত মামুদপুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি, হুমকি, পুকুর ভরাট-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বামী প্রিয়াঙ্কা মালাকারের স্বামী সুরঞ্জন মালাকার। ধৃত সুরঞ্জন তৃণমূলের মামুদপুর অঞ্চল যুব সভাপতি ছিলেন। বুধবার রাতে শিবদাসপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার থানা থেকে তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় জনরোষের শিকার হন ধৃত ওই তৃণমূল যুব নেতা। থানা থেকে বের করতেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম বৃষ্টি শুরু করে ক্ষিপ্ত জনতা। তাঁরা চোর চোর স্লোগানও তোলেন। ধৃত তৃণমূল নেতাকে প্রিজন ভ্যানে তুলতে এদিন পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। ব্যারাকপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ বলেন, তোলাবাজি, হুমকি, পুকুর ভরাট-সহ একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগ রয়েছে ধৃত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে। তাঁর কটাক্ষ, ধৃত তৃণমূল নেতাকে ডিম থেরাপির বদলে কেমো থেরাপি দেওয়া উচিত ছিল। সুমিতের কথায়, অন্যায় করেছে বলেই সুরঞ্জন মালাকারকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। তাঁর দাবি, তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। আর দুর্নীতি মানেই তৃণমূল। এলাকায় ধৃত তৃণমূল নেতাকে ঘোরালে মানুষের জনরোষ প্রকাশ্যে আসবে।

কোষাধ্যক্ষ পদ নিয়ে নতুন ধোঁয়াশা, অরূপের চিঠিতে বাড়ল তৃণমূলের অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দলের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত আর্থিক লেনদেন সাময়িক বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়ে অরূপ বিশ্বাসের পাঠানো চিঠিকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্ক তৈরি হল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে। যদিও বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে দাবি করে জানান হয়, অরূপ আর তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ নন। বরং ওই দায়িত্বে রয়েছেন শুভাশিস চক্রবর্তী। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কেন অরূপ বিশ্বাস ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ওই চিঠি পাঠালেন, তাই নিয়ে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল সূত্র থেকে আরও দাবি করা হয়, চলতি মাসের ৫ জুন থেকেই কোষাধ্যক্ষ পদে পরিবর্তন করা হয়েছে। যদিও অরূপ বিশ্বাস ব্যাংকের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন, তার তারিখ ১২ জুন। সেখানে তিনি নিজেকে কোষাধ্যক্ষ বলেই উল্লেখ করে দলের হিসাব থেকে সব ধরনের লেনদেন স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি ওই চিঠিতেই তিনি তাঁর আগাম স্বাক্ষর করা কিছু চেকের অপব্যবহারের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও ওই চিঠিতে দলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। অরূপের চিঠির দাবি, সংগঠনের ভিতরে মতপার্থক্য ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক লেনদেন বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

যদিও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি অরূপ। তিনি শুধু বলেন, কোষাধ্যক্ষ পদ সংক্রান্ত বিতর্কে পরে মুখ খুলবেন। পাশাপাশি নিজেকে এখনও তৃণমূলের অংশ বলেও দাবি করেন তিনি। তার এই মন্তব্য ঘিরে যথেষ্ট জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার দিনের ঘটনাকে আরও রাজনৈতিক মাত্রা দিয়েছে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়াও। অরূপ বিশ্বাসের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে এদিন তিনি বলেন, চিঠিতে উত্থাপিত অভিযোগগুলির যথেষ্টই গুরুত্ব আছে। দলের আর্থিক লেনদেন নিয়ে আরও স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মেসি-কাণ্ডে নাম জড়ানোর পর দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে সামনে না এলেও বৃহস্পতিবার পুলিশের সামনে হাজিরা দেন অরূপ বিশ্বাস।

তৃণমূলের অন্দরে নেতৃত্ব ও দলের তহবিল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, এই ঘটনা তারই নতুন প্রতিফলন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষত 'মমতা তৃণমূল' দলের কোষাধ্যক্ষ পদে পরিবর্তনের দাবি এবং তার পরেও অরূপের ব্যাংকে চিঠি পাঠানো, এই দুই তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি ঘিরেই এখন জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই শাস্তি, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কড়া নিয়মের পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবার কড়া অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে আবর্জনা বা প্লাস্টিক বর্জ্য ফেললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ফের বললেন অগ্নিমিত্রা পল। বৃহস্পতিবার হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে 'স্বচ্ছতা অভিযান' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি জানান, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে এই নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, শুধু প্রশাসনের নয়, সাধারণ মানুষকেও শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। প্লাস্টিক, খাবারের প্যাকেট, নির্মাণ বর্জ্য বা অন্য কোনও আবর্জনা প্রকাশ্যে ফেলে পরিবেশ দূষণ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কড়া নজরদারিও বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি। অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, ১৫ জুন থেকে শুরু হওয়া ছয় দিনের 'স্বচ্ছতা অভিযান' ২০ জুন পর্যন্ত চলবে। এই কর্মসূচির আওতায় রাস্তা, পার্ক, খেলার মাঠ, নদীর পাড়-সহ জনবহুল এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে। প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই উদ্যোগে যুক্ত করা হয়েছে।

যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণ মোটেও বাধ্যতামূলক নয়। বৃহস্পতিবার স্পষ্ট ভাষায় এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল এও জানান, আগামী ২১ জুন, রবিবার ছুটির দিনে যোগ দিবসের কর্মসূচিতে কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন কি না, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। নবান্নের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় রাজ্যের এই অবস্থানের ফলে স্বস্তিতে সরকারি কর্মচারীরা।

প্রসঙ্গত, ২১ জুন সকাল সাড়ে ৬টায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, তাতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সব সরকারি অফিসের কর্মীকে নির্দিষ্ট ওই সময়ের মধ্যে তাঁদের দপ্তরে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। রেড রোডে যে অনুষ্ঠান হবে, তাঁরা চাইলে সেখানেও থাকতে পারেন। নির্দেশিকায় লেখা রয়েছে, সরকারি কর্মীরা নিজ নিজ অফিস, নিজেদের আবাসন, রেড রোড অথবা মিলন মেলায় অংশ নিতে পারবেন প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে। নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য সরকারের সমস্ত স্তরের স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, দৈনিক মজুরিভিত্তিক, সাম্মানিকের বিনিময়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে বলা হয়।

এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বামপন্থীদের সমর্থিত কো-অর্ডিনেশন কমিটি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি সিনহার নির্দেশ, রাজ্যের মুখ্যসচিবের এমন বিজ্ঞপ্তি জারির আদৌ এক্তিয়ার আছে কি না, তা হলফনামা দিয়ে শুক্রবার জানাতে হবে রাজ্যকে।

এদিনের এই মামলায় সরকারি কর্মীদের সংগঠনের তরফে আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি সওয়ালে উল্লেখ করেন, যোগ দিবসের মতো সারা বছর আর কী কী দিবস রয়েছে। তাঁকে থামিয়ে বিচারপতির সংযোজন, 'আপনি ভ্যালেনটাইন'স ডে-র কথা বললেন না। ওটা বাদ দিলেন কেন?' এরপরই বিকাশরঞ্জন আদালতে জানান, 'যোগের জন্য রাজ্যের বিষ্টু ঘোষের নাম আমরা জানি। তাঁকে জাপানেও আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।' বিচারপতি বলেন, 'এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে এটা তো ভালো।' এদিকে রাজ্যের তরফে সওয়াল করতে গিয়ে জানানো হয়, 'কোনও সংগঠন কর্মসূচিতে যুক্ত না হতে চাইলে, তারা আলাদা করে মামলা করুক। গত বছর অন্ধ্রপ্রদেশে ৩ কোটি মানুষের জমায়েত হয়েছিল। এবার আমরা রেকর্ড করতে চাই।' যা শুনে বিচারপতি বলেন, 'এমন অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা কাম্য নয়।' শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এবার যোগ দিবসে কলকাতায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেড রোডে মেগা ইভেন্ট রয়েছে সেদিন। যোগ দিবসে সরকারি কর্মীদের যোগব্যায়ামে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। ২১ জুন সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৭টা ৪৫ পর্যন্ত রাজ্যের সব সরকারি দপ্তরের কর্মীদের যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

দলীয় তহবিল নিয়ে তৃণমূলের অন্দরের লড়াই ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে

নির্বাচনে হারের পর তুমুল ডামাডোল শুরু হয় তৃণমূলের অন্দরে। একের পর এক বিদ্রোহ শুরু হয়। পরিষদীয় দল থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সংসদীয় দলে। সর্বশেষ অবস্থা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের তৃণমূল কংগ্রেস আপাতত ভেঙে তিন টুকরো হয়ে বসে আছে। প্রায় জনা কুড়ি লোকসভার সাংসদ আলাদা দল তৈরি করে এনডিএ-র পাশে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি জনা ষাটেকের কাছাকাছি বিধায়ক বিধানসভায় আলাদ ব্লক তৈরি করে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতির দাবি তুলেছে। বিধানসভার স্পিকার তাদেরই বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদিও এই নিয়ে মামলা চলছে। সবমিলিয়ে তৃণমূলের সময়টা যে খুব খারাপ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ডামাডোলের আবহে সকলেরই যে লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল অঙ্কের তহবিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুখে না বললেও বিদ্রোহীরা সবাই যে নিজেকে 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছিল, তার নেপথ্যে অন্যতম বড় কারণ হল এই তহবিল। তাদের সবারই মাথায় ছিল কয়েকশো কোটি টাকার দলীয় তহবিল। এবার সেই তহবিল নিয়ে লড়াইটা একেবারেই প্রকাশ্যে চলে এল। সম্প্রতি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ ও প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের একটি চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরই এই নিয়ে দলের অন্দরে গুঞ্জন বেড়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি দেন অরূপ, যেখানে তিনি ডামাডোলের মধ্যে দলীয় তহবিল সুরক্ষিত রাখতে আপাতত সেটি ফ্রিজ করার আবেদন জানান। একই সঙ্গে দলীয় দফতরে রাখা তাঁর সই করা ব্ল্যাঙ্ক চেকগুলির 'অপব্যবহার' হতে পারে বলেও নাকি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এমনই অবস্থা দলের অন্দরে। ভিতরের খবর, একদা অনুগত অরূপের ওপরও নাকি আর ভরসা নেই নেত্রীর। তলে তলে তিনিও নাকি বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তাঁকে নাকি ডেকেও পাওয়া যায় না। এদিকে দলের একাংশের দাবি অরূপকে আগেই পদ থেকে সরানো হয়েছে, তাই তাঁর চিঠির কোনও মূল্যই নেই। তাহলে এখন প্রশ্ন, সেটা কি মাননীয় কোষাধ্যক্ষ জানতেন না? নাকি দলনেত্রীকে বিপাকে ফেলতে এই পদক্ষেপ, উঠছে প্রশ্ন। তবে কী নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ, বলা কঠিন, কারণ, এই তৃণমূলে এখন অসম্ভব বলে আর কিছু নেই।

NCPI কি লোকসভায় চতুর্থ সর্বোচ্চ দলের মর্যাদা পাবে!

প্রদীপ মারিক

অস্তিত্ব মুছে গেল তৃণমূলের। বিদ্রোহী সাংসদরা যোগ দিল ঞ্জ্ঞ্ঞ্জ্জ-তে। ত্রিপুরার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটে লড়ে যে দল মাত্র ৮২২টি ভোট পেয়েছিল, সেই দলেই এখন রয়েছেন ২০ জন সাংসদ। লোকসভায় তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ এই দলের সঙ্গে নিজেদের ব্লককে মিশিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিদ্রোহী সাংসদরা আশা করছেন আরো বাড়তে পারে সাংসদ সংখ্যা। ২০ জন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদ নিয়েই রাতারাতি গোটা দেশের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে এই এনসিপিআই। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্সে পার্টি অফ ইন্ডিয়া নামের একটি দল ২০২৩ সালে আরইউপিপি অর্থাৎ রেজিস্টার্ড আনরেকগনাইজড পলিটিক্যাল পার্টি তালিকাভুক্ত হয়। এখনও পর্যন্ত এটি কমিশনের অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল ছিল, কিন্তু এখন হয়তো নির্বাচন কমিশন এই দলের স্বীকৃতি দেবে।

বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের এই দলত্যাগ কি কেবলমাত্র অভিষেকের ঔধত্বের কারণে না কি তারা মোদির উন্নয়নের সামিল হতে চায়, না কি ডিম থেরাপি থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত বুঝতে বাধ্য হলো পিসি, ভাইপো আসলে দল নয় একটা দুর্নীতির কোম্পানি। প্রত্যেক বঙ্গবাসীরা তো বটেই দেশবাসীরাও জানতে চাহিছে এত দিন তাহলে এই সব সাংসদরা চুপ করে সহ্য করে গেল কেন? যারা অন্যায় করে আর যারা সহ্য করে তারা তো সমান দোষী। তাহলে চুপ করে থাকলেন কেন ! যাই হোক এবার তাদের বোধোদয় হয়েছে এটাই বড় ব্যাপার। বঙ্গের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক সাংসদ থেকে বিধায়কদের সমন্বয় প্রয়োজন। তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা NCPI-তে যোগ দিয়ে NDA র শরিক হয়ে বঙ্গের উন্নয়ণে কতটাই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা সময়ই বলে দেবে।

শেষ পর্যন্ত খান খানই হয়ে গেল তৃণমূল। দলের বিদ্রোহী সাংসদরা যোগ দিলেন ত্রিপুরার ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা NCPI-তে। বাঙালি-কেন্দ্রিক দলটি ত্রিপুরা এবং অসমে আগে থেকেই কাজ করছে। বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদরা যুক্ত হওয়ার পর NCPI পশ্চিমবঙ্গেও পা রাখতে চলেছে তারা। দলের কার্যালয় তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে নতুন পরিচয় গ্রহণ করলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, দেব, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, মালা রায়রা। তারা NCPI সদস্য হিসেবেই সংসদীয় পরিচয় পাওয়ার আর্জি জানান।

২০২৩ সালে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে NCPI. দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হয়েছে বৈঠক থেকে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA শিবিরের সঙ্গে বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক দলটির। সেই দলেই যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ। দেশবাসীদের কাছে প্রশ্ন কেন NCPI-তে যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আইনি জটিলতা এড়াতেই এমন পদক্ষেপ। কারণ তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা ভূপেন্দ্রর বাড়িতে বসে যে চিঠি লেখেন প্রথমে, তাতে 'আসল' তৃণমূল বা তৃণমূলের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কথা বলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা স্পিকারের কাছে যাওয়ার আগেই অভিষেকের লেখা চিঠি নিয়ে পৌঁছে যান মমতার তৃণমূলের দুই সাংসদ কীর্তি আজাদ এবং সাগরিকা ঘোষ। সেক্ষেত্রে NDA-তে যোগ দেওয়ায় জটিলতা তৈরি হতে পারত। সংসদে বাদল অধিবেশনের আগে আইনি জটিলতায় পড়তে হতো বিদ্রোহী সাংসদদের, পাশাপাশি মমতা-অভিষেককেও। সেই জটিলতা এড়াতেই শেষ পর্যন্ত NCPI-তে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদরা।

স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে বেরনোর পর কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেছেন, 'আমরা আলাদা বসার আবেদন জানিয়েছি, ন্যাশনালিস্ট পার্টির সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছি । আমরা তৃণমূলের ২০ জন নির্বাচিত সাংসদ স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছি এবং চিঠি দিয়েছি তাকে ২০ জন সাংসদ মোট শক্তির দুই তৃতীয়াংশ। এর পর NDA নেতৃত্ব এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সমন্বয় রেখে কাজ করব আমরা।' তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদ জানালেন, শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে NCPI-এর কার্যালয় খোলা হবে। মানুষের জন্য কাজ করবেন তাঁরা। তাঁর কথায়, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। জমা পড়ে গিয়েছে চিঠি। পার্টি অফিস খোলা হবে।' একেবারে পরিকল্পনা করেই গোটা বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ এর আগে, আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-তে তৃণমূলের বিদ্রোহীদের নেওয়ায় দ্বিমত ছিল। এমন পরিস্থিতিতে NCPI-তে তাঁদের যুক্ত করা হল। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে যে আলোচনা চলছিল, এই পদক্ষেপ সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

এনসিপিআই দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন শিউলি কুণ্ডু। পশ্চিমবঙ্গে দলটির নিবন্ধন ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সম্পন্ন হয় বলে দাবি করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে অসম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ে সাংগঠনিক বিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছে দলটি। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও রাজ্যেই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে এনসিপিআইয়ের কয়েকজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেউই জয়ের মুখ দেখেননি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ভোটের হার ছিল সীমিত। ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা ঞ্জ্ঞ্ঞ্জ্জ ভারতের একটি ছোট, নিবন্ধিত কিন্তু অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল। মূলত একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসেবে সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্য করে থাকে এই দল। নির্বাচনেও তাদের উপস্থিতি এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত। ২০২৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে কৈলাশহর এবং চৌমানু (এসটি) আসনে প্রার্থীকে দিয়েছিল। তবে খুব অল্প সংখ্যক ভোট পেয়েছিল। একটি আসনেও জিততে পারেনি। দুই প্রার্থীই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দু'টি আসনে সেই সময়ে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসও।

সমাজসেবামূলক কাজ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে এই দলের কোনও কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে। জাতীয় বা রাজ্য স্তরে এদের কোনও বড় মুখ, সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ, এমনকী নিজস্ব অফিশিয়াল ওয়েবসাইট নেই। মূলত ত্রিপুরার দল হিসেবেই পরিচিত। তবে দলটি নথিভুক্তির সময়ে ২০২২ সালের ১৩ অক্টোবর 'মিলেনিয়াম পোস্ট' সংবাদপত্রে হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল তারা। তাতে হাওড়ার বাঁকড়া থানার অন্তর্গত নটপাড়া গ্রামের এক ঠিকানা তারা ব্যবহার করেছিল কার্যালয়ের ঠিকানা হিসেবে

জাতীয় বা নিদেন পক্ষে রাজ্য স্তরেও কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব বা প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও এই ছোট্ট দলকে কেন বেছে নিলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা? সংবিধান ও সংসদ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতীয় সংবিধানের দশম তফসিল বা দলত্যাগ বিরোধী আইন অত্যন্ত কড়া। দলছুট সাংসদরা যদি শুধু আলাদা একটি ব্লক গঠন করেন, তবে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ বা অযোগ্য হিসেবে ঘোষিত হওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে। আইনজ্ঞদের মতে, এই আইনি জটিলতা এড়ানোর একমাত্র উপায় হল অন্য কোনও নিবন্ধিত দলের সঙ্গে নিজেদের আনুষ্ঠানিক ভাবে মার্জ করে নেওয়া। এই আইনি ঢাল ব্যবহার করে যাতে সহজেই বিজেপির নেতৃত্বাধীন NDA শিবিরে সামিল হওয়া যায়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ তৃণমূলের বিক্ষুব্ধদের।

শুধু মুখে বললে বা একটা দলের সঙ্গে মিললে চলবে না দেশে মোদির সঙ্গে এবং বঙ্গে শুভেন্দুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। বঙ্গবাসীরা তৃণমূলের কে বিদ্রোহী সাংসদ হলেন কে বিদ্রোহী বিধায়ক হলেন সেটা জানার চেয়েও তারা কাজ চান। শুভেন্দুর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বঙ্গবাসীর উন্নয়নের বার্তা বাহক হবে এটা নিশ্চিত, আর সেই কাজে অংশগ্রহণ করুক দল মত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

মহাকাব্যিক জামাই আদর

রবিব্রত ঘোষ

জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে বিবাহিত মেয়ের মায়েরা জামাই সহ মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে দইয়ের ফোঁটা ও চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়ে এবং উপহারের আদান প্রদানে 'জামাই ষষ্ঠী' বা 'অরণ্য ষষ্ঠী' পালন করে থাকেন, এ দেশে এমনটাই রীতি চলে আসছে গত কয়েক শতক ধরে। কথিত আছে, অর্জুন অরণ্য বাসের সময় গন্ধর্ব মতে মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেছিলেন। এইদিন অর্জুন- চিত্রাঙ্গদার রাজবাড়িতে অভ্যর্থিত হন। তাই এই দিনটি 'অরণ্য ষষ্ঠী' নামে পরিচিত।

মহাকাব্যের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করলে জামাই আদরের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে রামায়ণ পড়লেই দেখা যাবে রামেদের চার ভাইয়ের জনক পুরীতে জামাই আদর।

মিথিলার রাজা জনক নিজের দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন। রামের সঙ্গে সীতার, লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার আর ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর বিয়ে দিলেন ভরত আর শত্রুঘ্নের সঙ্গে।

শুরু হলো জামাইবরণ ও আদর আপ্যায়নের বহর।

বহুমূল্যের মণিমাণিক্যখচিত সোনার বসার জায়গা। পরাক্রমশালী মহাবীর রামের জন্য পা ধোয়ার জল নিজ হাতে দিলেন জনক। হাতির দাঁতের কারুকার্যমণ্ডিত টেবিলে সোনা ও রুপোর থালায় পছন্দের খাবার দেওয়া হল পরম যত্নে। রাজমাতার তদারকিতে পরিবেশিত হল বৈচিত্র্যময় এবং বর্ণময় সুস্বাদু সব খাবার। খাবারের সুঘ্রাণে চারিদিক আমোদিত।

পারিষদদের জন্যও ছিল ঢালাও আয়োজন। কন্যাদের আশীর্বাদী তে জনক দিয়েছিলেন হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিকসৈন্য, অগুন্তি সিল্ক ও সুতির বস্ত্র, হাতেবোনা কার্পেট, সোনা ও রুপোর অভূতপূর্ব অলঙ্কার এবং শত শত সুসজ্জিতা দাসী।

রামায়ণে মন্দোদরীর কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি লঙ্কা রাজ্যের পাটরানি। জীবনভর পাটরানির আসন আর রাবণের অন্তরে তাঁর স্থান ছিল অক্ষুণ্ন।

ময়দানব ছিলেন রাবণের শ্বশুর ও মন্দোদরীর পিতা। দীর্ঘ, বলশালী লঙ্কাধিপতি জামাই পেয়ে ময়ের আনন্দের সীমা ছিল না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জামাইবরণ করেছিলেন তিনি। যৌতুকে তিনি দিয়েছিলেন পছন্দের জামাইকে এক অত্যাশ্চর্য উপহার। নিজের তপোলব্ধ যোগশক্তি। শক্তিশেল!

মহাভারতের পাণ্ডু। পাণ্ডু অসুস্থ, দুর্বল একটু ক্ষীণকায়। কিন্তু জামাই হিসেবে শ্বশুরবাড়িতে তাঁর আদর ছিল অন্যরকম। সেখানে যথেষ্ট জনপ্রিয় তিনি। স্বয়ম্বর সভায় কন্যা বরণ করেছিলেন পাণ্ডুকে। শ্বশুর কুন্তীভোজ অত্যন্ত আনন্দিত তাতে। রকমারি অলঙ্কার আর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন জামাতার।

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার পিতা মণিপুরের রাজা চিত্রবাহন জামাই অর্জুনের খুব খাতিরদারি করেন।

এমনিতেই ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা মনোরম মণিপুরের সমৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। সমস্ত প্রাসাদের থাম, খিলান, দরজা-জানলা সবেতেই সোনার জলের কারুকাজ। আসবাবপত্র সব রূপোর। তার সেখানে জামাই অর্জুনের বরণ কতটা বর্ণময় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর হবে নাই বা কেন পৃথিবীর সেরা ধনুর্ধর চিত্রবাহনের জামাই!

বাংলা মঙ্গলকাব্য বিস্তর জামাই আদর ঘটনায় রয়েছে।মধ্যযুগের শেষের দিকের রচিত মঙ্গলকাব্য অন্নদা মঙ্গলে জামাইয়ের খিদে পেলে অন্নদাকে রাঁধতে বসান ভারতচন্দ্র। মেনুতে রাখেন কালিয়া, দোলমা সঙ্গে শিককাবাব।

''কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।। অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।

রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া।।দ; হাজার হোক ঘরের জামাই বলে কথা। তাকে কি আর যা তা খেতে দেওয়া যায়? রায়গুণাকর বলছেন; বুড়ো শিব তোমার সাপটি খেলাও। বুড়ো শিব জটা থেকে জল বের করো;

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও।।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাই।।
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল।।
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই।।

; শিব এখানে দূরের কোনও সাধক নন। দেবতা নন। বাংলার ঘরের জামাই। আপনজন। শিবের নায়কপ্রতিম ইমেজের বাইরে গিয়ে এখানে যেন তিনি হয়ে উঠেছেন ঘরের জামাই।

বাংলায় আরো একটি ঘটনা আছে। যার পিছনে রয়েছে ভগবানের প্রতি তীব্র ভক্তি

নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাইয়ের বংশের উত্তরপুরুষেরা বংশ পরম্পরা মহাপ্রভু মন্দিরে

বছরের অন্যদিনে তিনি ধামেশ্বর মহাপ্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কেবল জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী অর্থাৎ জামাইষষ্ঠীর দিনে তিনি 'জামাতা'। ঘরের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী।

গোটা দিনের পুজোর মধ্যেই প্রকাশ পায় জামাই আদর। 'বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন' সে দিন সারা নবদ্বীপের মানুষের চোখে জামাই হিসেবেই আদর পেয়ে থাকেন। নবদ্বীপের মহাপ্রভু মন্দিরে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় মঙ্গলারতি কীর্তনে আর পাঁচ দিনের মতোই গাওয়া হয়, ''উঠো উঠো গোরাচাঁদ নিশি পোহাইলো, নদিয়ার লোক সবে জাগিয়া উঠিল...''। কিন্তু এর পর দিনভর সবই অন্য রকম। ভোগের পাত্র এবং পদ সবই এ দিন সকাল থেকেই বদলে যায়। রুপোর রেকাবিতে মরসুমি ফল, রুপোর বাটিতে ক্ষীর, রুপোর গ্লাসে জল। একটু বেলা গড়াতেই বাল্যভোগ। প্রবীণ মহিলারা মহাপ্রভুকে ষষ্ঠীর 'বাটা' দেন। কেউ কেউ বলেন 'ষাট' দেওয়া। আম, দূর্বা, বাঁশের পাতা, লাল সুতো দিয়ে তালপাখার হাত পাখায় বেঁধে 'ষাটের' বাতাস করেন আর ছড়া কাটেন তজ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী ষাট ষাট ষাট/ ভাদ্র মাসে চাপড়াষষ্ঠি ষাট ষাট ষাট...।'' এ ভাবে বারোমাসের সব ষষ্ঠীর নাম করে ছড়া বলা শেষ হলে ভোগ দেওয়া হয় ফলার। চিড়ে, মুড়কি, দই, আম, কাঁঠাল এবং নানা মিষ্টি।

মহাপ্রভুকে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবিতে সাজানো হয় জামাই বেশে। পরানো হয় রজনীগন্ধা, গোলাপের মালা। গায়ে আতর। এই প্রজন্মের সেবাইত সুদিন গোস্বামী জানান, আগের দিনে যখন দোকানের মিষ্টি সহজে মিলত না, তখন সেবাইত পরিবারের মহিলারা মহাপ্রভুর জন্য এ দিন বিশেষ ছাঁচের মিষ্টি তৈরি করতেন। নারকেল কোরার সঙ্গে ক্ষীর, এলাচ কাজু, কিসমিস মিশিয়ে গুড় দিয়ে পাক করতেন। সেই পাক কাঠের ছাঁচে ফেলে ফুল, নকশা, পাখি, ছোট মন্দির আকারের মিষ্টি গড়তেন।

এর পর মধ্যাহ্ন ভোগ। মহাপ্রভুর জামাইষষ্ঠী বলে কথা। মেনুতে কী থাকে, তা বলার থেকে কী থাকে না বলা সহজ। প্রতি দিনের ভোগে কচু শাক, মোচা, শুক্ত থাকেই। এ দিন তার সঙ্গে থাকে নানা তরকারি, ডাল, ভাজা, থোড়, বেগুনপাতুরি, ছানার রসা (ডালনা), ধোকার ডালনা, লাউ, চালকুমড়ো থাকবেই। পোস্ত দিয়ে যত রকমের পদ সম্ভব সবই থাকে। পরিচালন সমিতির পুলক গোস্বামী জানান, সময়ের প্রভাব ভোগের পদেও পড়েছে। 'পনির পসন্দ'-এর মতো আধুনিক পদও ঠাঁই পেয়েছে পুজোর মেনুতে। তবে এ দিনের একটি বিশেষ পদ হল আমক্ষীর। আমের রস ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত করা হয় ওই বিশেষ পদটি। দেওয়া হয় নানা মশলা, কর্পূর দিয়ে সাজা সুগন্ধি পান।

বিকেল পাঁচটায় উত্থান ভোগ। রুপোর রেকাবিতে ছানা, মিষ্টি দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে বিশেষ পাঠ কীর্তন, আলোকসজ্জার আয়োজন। রাত ৯টায় শয়ন ভোগ। ঘিয়ের লুচি, মালপোয়া আর রাবড়ি। সঙ্গে আবার খিলি করে সাজা সুগন্ধি পান।

মহাপ্রভুকে নিজের সন্তানতুল্য মনে করে 'বাটা' বা 'ষাট'-এর বাতাস দিতে এ দিন প্রচুর স্থানীয় মহিলা ভিড় করেন মহাপ্রভু মন্দিরে। আরাধ্য দেবতাকে পিতা, মাতা, সন্তান বলে পুজোর রীতি এ দেশে চিরকালের। তবে জামাই বলে দেবতাকে আপন করে নেওয়ার রীতি নবদ্বীপ ছাড়া বড় একটা দেখা যায় না।

শব্দছক ১৯৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. বিগত ৩. বাবর ও ইব্রাহিম লোধির যুদ্ধস্থল ৬. পরীক্ষা-এর কাব্যরূপ ৭. শ্বাস ৮. সাধন ১০. নিষ্কৃতি ১২. নমস্কারকরণ ১৩. উত্তম খাদ্যরসিক ১৫. পৌরাণিক যুদ্ধকাহিনীমূলক ভারতীয় নৃত্য ১৭. অবস্থা ২০. হৃদয় ২১. সহায় ২২. রৌদ্র ২৪. নিবিড় অরণ্য ২৫. এ-পারের বিপরীতে ২৬. বওয়া

ওপর-নিচ: ১. সমাপ্তি ২. সূর্য ৩. বিভিন্ন পাখি প্রজাতির সমন্বয় ৪. চরণ ৫. থমকে-থমকে চলা ৯. শব্দযোগে তিরস্কার ১১. খারিজ ১৩. সুকর্ম সাধনকারী ১৪. নীপ ১৬. ইংরাজীতে পিলার ১৮. শালগাছের ঘন সন্নিবেশ ১৯. লাগু ২১. সোচ্চার ২৩. দাম

সমাধান ১৯২ — পাশাপাশি: ১. অন্য ২. নজরানা ৪. মাফ ৬. মাফলার ৮. নানক ১০. নলা ১১. পাথর ১২. ফজলি ১৪. পলা ১৬. পালন ১৭. কালোতিল ১৯. মিনা ২০. পথরাজ ২১. হাতি

ওপর-নিচ: ১. অভিমান ২ নফর ৩. রাধানাথ ৪. মালা ৫. তাক ৭. ফলাফল ৯. নরপতি ১৩. জনপথ ১৫. লালবাতি ১৬. পাকা ১৭. কামিজ ১৮ লালা

আজকের দিন

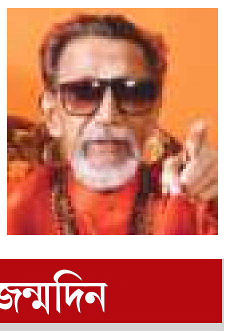

- **১৯৬৬** — বাল ঠাকরে মুম্বাইতে শিবসেনা প্রতিষ্ঠা করেন।
- **১৯৮১** — ইসরো সফলভাবে তার প্রথম পরীক্ষামূলক যোগাযোগ উপগ্রহ, অ্যাপল উৎক্ষেপণ করে।
- **১৯৯৯** — ইউরোপীয় শিক্ষামন্ত্রীরা বলোনিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষা অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়।

জন্মদিন

১৯৫৪ *বিশিষ্ট .রাজনীতিবিদ যশোধরা রাজে সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৭০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাহুল গান্ধির জন্মদিন।*

রাহুল গান্ধি

কোট-আনকোট

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইয়ের ছেলে আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি কর-কাণ্ডে জড়িত।

শ্রীমতী রত্না দেবনাথ (অভয়ার মা), বিজেপি বিধায়ক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গাজোল কলেজে দাদাগিরির প্রতিবাদে মারধর বিজেপির ছাত্র নেতাকে

গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল ছাত্র নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গাজোল কলেজে দাদাগিরির প্রতিবাদ করায় এক বিজেপির ছাত্র নেতাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুই তৃণমূল ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনার পর জখম বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ওই কার্যকর্তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় গাজোল সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর বুধবার সকালে গাজোলে দুই তৃণমূল ছাত্র নেতার বিরুদ্ধেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত ওই ছাত্র। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন রাতেই ওই দুই জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে গাজোল থানার পুলিশ। এদিন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় দুই তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন, বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অন্যান্য কার্যকর্তারা। যদিও তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রসূন রায় অবশ্য এই ঘটনার সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা নেই বলেই এড়িয়ে গিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ছাত্রের নাম অনিমেষ মণ্ডল (২৩)। তাঁর বাড়ি গাজোল থানার সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটিলা এলাকায়। ধৃত দুইজনের নাম শুভঙ্কর সাহা এবং রাজেশ রায়। তাদের বাড়ি গাজোলের করলাডিভিটা এলাকায়। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত অনিমেষ জানিয়েছেন, তিনি গাজোল কলেজের পঞ্চম সেমিস্টারের পাস কোর্সে পাঠরত। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের একজন কার্যকর্তা। বিগত দিনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই দুই নেতা গাজোল কলেজে এসে নানান ভাবে তাকে হেনস্তা করতো। এমনকি তার প্রতি ইভটিজিংও করা হতো। যদিও ওই দুইজন গাজোল কলেজে পড়াশোনা করে না। তারপরও ওরা দাদাগিরির দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল। এমনকি মাঝে মধ্যেই ওই দুইজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতার সঙ্গে তার বচসা হতো। এরই মধ্যে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় ওই দুইজন তাকে সালাইডাঙ্গা মোড়ের কাছে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে গাজোল-বামনগোলা রাজ্য সড়কের আলতোল ফরেস্টে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে। তাঁর কাছে থাকা আট হাজার টাকার নগদ এবং সোনার চেন ছিনিয়ে নেয়। এমনকি ব্লেড দিয়ে তাকে জখম করা হয়। সেই সময় কোনরকমে অন্ধকারের মধ্যে ওদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতা নেই। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা বিভাগ সংযোজক রূপচাঁদ শীল জানিয়েছেন, অন্যায় ভাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই দুই নেতা আমাদের এক কার্যকর্তার ওপর হামলা চালিয়েছে। যেহেতু গাজোল কলেজে মাঝেমধ্যে ওরা গিয়ে যাকে তাকে হেনস্থা করতো, তার প্রতিবাদ করেছিল অনিমেষ। তারপরেই রাজনৈতিক বদলা নিতেই এমন ঘটনা ঘটায়। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা জেলার প্রাক্তন সভাপতি প্রসূন রায় জানিয়েছেন, আসলে কি ঘটেছে সেই সম্পর্কে জানা নেই। পুলিশে যখন অভিযোগ হয়েছে তখন বিষয়টি প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

টেট জটিলতা কাটাতে অর্ডিন্যান্সের দাবি

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি শিক্ষক মহাসংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট: প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টেট) উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশ কার্যকর হওয়াকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে কর্মরত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এই জটিলতার দ্রুত ও বাস্তবসম্মত সমাধানের দাবিতে এবার সরব হলো 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ'(এবিআরএসএম)। সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করতে এবং একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকদের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই সর্বভারতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবেই বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুর প্রায় আড়াইটা নাগাদ বালুরঘাটের উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে একটি মিছিল জেলা শাসক দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। হাতে সংগঠনের পতাকা ও দাবি সম্বলিত ব্যানার নিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিলটি জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে পৌঁছায়। সেখানে শিক্ষকদের দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। পরে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের হাতে তাঁদের মূল দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং শিক্ষকদের অবস্থান স্পষ্ট করে সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষকদের ওপর টেট সংক্রান্ত একটি রায় দিয়েছেন। যার ফলে ২০০১ বা তার আগেও যারা নিযুক্ত হয়েছেন এবং এখনও কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রেই টেট বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।' নেতৃত্বের দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে ২০০৯ সালের আরটিই অ্যাক্ট এবং ২০১০ সালের এনসিটিই-র নির্দেশিকাকে তাঁরা অবশ্যই মান্যতা দেন। কিন্তু ২০১০ সালের আগে বা এই নিয়মগুলি চালু হওয়ার আগে যাঁদের নিয়োগ বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই সরকারের কাছে তাঁদের স্পষ্ট দাবি, ২০১০ সালের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের এই টেটের বাধ্যবাধকতা থেকে যেন সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়। বিশ্বরঞ্জন সরকার আরও জানান, দেশজুড়ে চলা এই জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত প্রায় হাজার হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবার গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। শিক্ষকদের এই উদ্বেগ দূর করতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত একটি অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) জারি করে এই সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসন ও সমাধান করুক।' সেই কারণেই জেলা শাসকের (ডিএম) মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী (পিএম) এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এই স্মারকলিপি পাঠানো হচ্ছে।

একই সাথে শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, যদি দ্রুত তাঁদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া না হয়, তবে আগামী দিনে আন্দোলন আরও ব্যাপকরূপ ধারণ করবে। প্রয়োজনে রাজ্য স্তরে এবং দেশের রাজধানী দিল্লিতে গিয়েও এই বিষয়ে বড়সড় ধর্না ও আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন শিক্ষকরা। আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন জেলার আন্দোলনকারী শিক্ষক সমাজ।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487

রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬

ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪

ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিক্যাল শেয়ারের জন্য হস্তান্তর অনুরোধের পুনর্দাখিলের বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/১/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী "**বিনিয়োগের সহজ ব্যবস্থা- ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা**" শীর্ষক নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি এর শেয়ারহোল্ডারগণ যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন তাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **১(এক) বছরের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা চালু থাকবে।** সংশ্লিষ্ট সুবিধা ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তরের অনুরোধের দাখিল এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (ডিমাট) ক্ষেত্রে যেগুলি ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে ক্রয়/বিক্রয় করা হয়েছিল কিন্তু নথির অপ্রতুলতা, প্রক্রিয়া বা অন্যান্য কারণে বাতিল বা ফেরত হয়েছিল তার সম্পাদন করা হবে।

বিশেষ ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহ আবশ্যিকভাবে ডিমেটেরিয়ালাইজ (ডিমাট) আকারে জমা হবে এবং হস্তান্তর নথিভুক্তির পর ১(এক) বছরের মেয়াদে সেগুলি লক ইন সাপেক্ষ হিসেবে থাকবে। উক্ত লক ইন সময়ে সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ হস্তান্তর/লিয়েন-মার্কড/দায়বদ্ধ করা যাবে না। উল্লিখিত সময়ে উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ স্থানান্তর অনুরোধ প্রয়োজনীয় নথি সহ কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট (আরটিএ) এর নিকট নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে পারেন। পুনর্দাখিল প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি, 'ঝিল মিল', সেক্টর -৪, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা -৭০০১০৬। ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ই-মেল : ankit@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬

অখলপুরে নতুন সেতু নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক ডা. বিজন মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের লক্ষ্যে অখলপুর সেতুর সামনে নতুন একটি সেতু নির্মাণের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক ডা. বিজন মুখার্জি। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেকশন ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সম্ভাব্য নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এলাকায় একটি নতুন সেতু নির্মাণের। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা এবং এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নতুন সেতু নির্মিত হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং নিত্যদিনের যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ডা. বিজন মুখার্জি বলেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতায় দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশাবাদী। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি তিনি এই প্রকল্প সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ডা. মুখার্জি আরও বলেন, তিনি জামুড়িয়ার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছেন। বহু দশক ধরে জামুড়িয়া নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, রাস্তা ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এই সমস্ত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি কাজ শুরু করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, জনগণের সহযোগিতা পেলে এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, গত ২১ মে ডা. বিজন মুখার্জির নেতৃত্বে প্রথমবার এই স্থানের পরিদর্শন করা হয়েছিল। এরপর ফের সেকশন ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি আরও গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার আগে এবং পরে জামুড়িয়ার উন্নয়ন নিয়ে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন।

NOTICE

TO WHOM IT MAY CONCERN

I, Ritabrata Mukherjee, Director of JMD Diagnostics Pvt. Ltd. function under the brand name JMD diagnostics Centre, do hereby state that it needs to publish the annexed insertion in your newspaper as part of its closure compliance of JMD Diagnostic Centre, P335, CIT Road, Scheme VIM, Phoolbagan, Kolkata-700054 declaring that its service there at its no more available and the said unit will no longer be providing service under brand name JMD Diagnostics Centre due to change in management. Therefore we are surrendering our existing CE License No. 34251181 as advised by Department of Health, Government of West Bengal, Swasthya Bhawan.

For JMD Diagnostics Pvt. Ltd.
Date : 19.06.2026 Sd/-
Ritabrata Mukherjee
Director

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এবং ১৩(৪) ধারা অধীনে)

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর

কেন্দ্রীয় সরকার অঞ্চল সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

সি পি সি ইক্যুপমেন্টস প্রা. লি. (CIN: U29299WB1990PTC048716) রেজিস্টার্ড অফিস ৪০ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির বুধবার ৩ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ -৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

৪০ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

সি পি সি ইক্যুপমেন্টস প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
অরুণ কুমার ছাউছারিয়া
স্থান : কলকাতা **ডিরেক্টর**
তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬ ডিন : ০০৫৪৮৫৭৮

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এবং ১৩(৪) ধারা অধীনে)

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর

কেন্দ্রীয় সরকার অঞ্চল সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

ওম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রা. লি. (CIN: U28991WB1996PTC081066) রেজিস্টার্ড অফিস ৪০ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সোমবার ১ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ -৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

৪০ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

ওম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
অরুণ কুমার ছাউছারিয়া
স্থান : কলকাতা **ডিরেক্টর**
তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬ ডিন : ০০৫৪৮৫৭৮

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কাঁকারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত **CIN: L65993WB1979PLC032394** ফোন : ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪

ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তর

সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন সংস্থান তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস (দ্য রুলস) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা কার্যকর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এবং পরবর্তী সংশোধনী মতে।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিয়মগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় বা দাবিহীন অবস্থায় থাকা ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে। সুতরাং, কোম্পানি ৪ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য তাদের শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে।

এতদ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, তারা ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে কোম্পানি/রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করবেন, বিশেষ করে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের জন্য, যাতে উক্ত শেয়ার আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত না হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত না হয়, তাহলে কোম্পানি পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এ স্থানান্তর করবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের বাস্তব আকারে শেয়ার রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য, তারা মনে রাখবেন যে, কোম্পানি নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যুর পর, তাদের কাছে থাকা সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনা অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্যগুলিকে আইইপিএফ-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করার নোটিশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। যদি শেয়ারগুলি ইলেকট্রনিক মোডে রাখা হয়, তাহলে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের জন্য ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ার, যার মধ্যে এই ধরনের শেয়ারের উপর অর্জিত সমস্ত সুবিধা, যদি থাকে, নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

বিষয়টি সম্পর্কে যেকোনো স্পষ্টতার জন্য, অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা ৭০০০৪৫-এর সাথে যোগাযোগ করুন **টেলিফোন :** ০৩৩-৪০৭২৪০৫১ এবং ৪০৫৩, ৪০৫৪, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-৪০৭২৪০৫০ **ইমেল :** helpdeskkol@mcsregistrars.com অথবা উপরে প্রদর্শিত ঠিকানায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ইমেল cs@ludlowjute.com

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি.-এর পক্ষে
কলকাতা **নেহা জৈন**
১৯ জুন ২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

মাটি কেটে ১০০ দিনের কাজের সূচনা জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল ব্লকের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পালাশবন মৌজায় বৃহস্পতিবার ১০০ দিনের কাজের আওতায় গোয়ালা পুকুর পুনঃখনন প্রকল্পের শুভ সূচনা হল। এদিন জেলা শাসক স্বয়ং উপস্থিত থেকে মাটি কেটে প্রকল্পের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি-সহ এলাকার বহু বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে পুকুরটির সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুনঃখননের ফলে জলাধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা মিলবে। পাশাপাশি কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে জল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উপকৃত হবেন এলাকার মানুষ। প্রশাসনের দাবি, ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে জলাশয়গুলির পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে পরিবেশ ও কৃষি ব্যবস্থাও শক্তিশালী হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রকল্পের সূচনাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উৎসাহ ও আশাবাদের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

পশুপাখি কেনাবেচার হাট বাঁচাতে আন্দোলন বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাংলার পশুপাখি কেনা বেচার হাটগুলি প্রাচীন কাল থেকে ঐতিহ্য বহন করে আসছে। রাজ্য পালাবদলের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই গত ১৩ মে থেকে রাজ্যের সেই ঐতিহ্যবাহী পশুপক্ষীর হাটগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি হয়েছে। ফলে গ্রামীন মানুষজন ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন। এই হাটগুলি পুনরায় যাতে চালু করা যায় তার দাবি জানিয়ে বুধবার বাঁকুড়া জেলা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে ডেপুটেশন দিল বাঁকুড়া জেলা পশুপক্ষী হাট বাঁচাও সমিতি। সংগঠনের পক্ষে আব্দুল আলী খাঁন ও দীলিপ কুণ্ডু বলেন, ভারতবর্ষে এই হাট চালু রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। সম্ভবত যখন মুদ্রার আবির্ভাব হয়নি তখন থেকে। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বেচাকেনা হতো। এখনও বহুক্ষেত্রে সেভাবেই বেচাকেনা হয়ে থাকে। এতে গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হয়ে থাকেন। কিন্তু রাজ্যের নতুন সরকার ফরমান জারি করে হাট বন্ধ করে দিয়েছেন। আব্দুল আলী খান বলেন, পশুপাখি বেচাকেনা হাটে শুধু গরু মহিষ বেচাকেনা হয়ে থাকে তা নয়। এখানে হাঁস মুরগি থেকে ঝাঁটা ঝুড়ি, লাঙল, কোদাল, জামাকাপড়, শাকসবজি, মশলাপাতি সবকিছু পাওয়া যায়। এই হাট গুলিই গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হাট বন্ধ থাকার ফলে হাজার হাজার কর্মসংস্থান নষ্ট হয়েছে। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে গ্রামের গরিব মানুষকে। সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা দীলিপ কুণ্ডু বলেন, সামনে বর্ষায় কৃষি কাজে নামবে মানুষ। সেকারণে অনেকেই লাঙলের গরু কিনবে বা কেউ বিক্রি করে কমদামের কিম্বা কেউ আরও ভালো গরু বা মহিষ কিনবে। কারো দুটো ছাগল বা হাঁস মুরগি বিক্রি করে চাষের রসদ জোগাড় করবে। দীলিপ বাবু বাঁকুড়ার শুনুক পাহাড়ী হাটের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই পশুহাট হলো জঙ্গলমহলের ফুসফুস। তিনি বলেন, যারা সরকারে বসেছেন সেখানে এখানের প্রতিনিধিও রয়েছেন। তিনি নিশ্চিত জানেন এই হাটে গরিব মানুষ জঙ্গল থেকে খেজুর সহ নানা ফলমুল এনে বিক্রি করে দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখেন। সেই পয়সায় হয়তো পরনের কাপড় কিম্বা ওষুধ কিনতে পারবেন। সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। দীলিপ বাবুদের দাবি অবিলম্বে পশুপক্ষী হাট গুলি যাতে চালু করা হয় তার জন্য সরকারি নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হোক। প্রয়োজনে হাটের নিয়মকানুন পরিমার্জন করা যেতে পারে।

যোগ ও ধ্যানের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনের বার্তা এডিপিসি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সুস্থ শরীর ও শান্ত মনই সুস্থ সমাজ গঠনের প্রথম শর্ত। বর্তমান সময়ের ব্যস্ততা, মানসিক চাপ এবং প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ভিড়ে নিজেদের জন্য সময় বের করা যখন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে, তখন সেই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাকে সামনে রেখেই শহিদ ভগত সিং স্টেডিয়ামে এক বিশেষ যোগ ও ধ্যান শিবিরের আয়োজন করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। রাসপ্রিত সিং-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব বিভাগের বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েরাও উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন এই শিবিরে। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়, সুস্থ, সচেতন ও ইতিবাচক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। নিয়মিত যোগব্যায়াম ও ধ্যান শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সফল এই কর্মসূচি আরও একবার মনে করিয়ে দিল, সুস্থ শরীর, সুস্থ মন আর সেই পথেই গড়ে ওঠে সুস্থ, সচেতন ও সুন্দর সমাজ।'

ইন্দাস থানায় পুলিশের যোগাসন কর্মসূচি

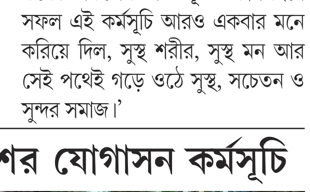

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: আগামী একুশে জুন বিশ্ব যোগ দিবস তার আগেই এদিন সকালে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানা চত্বরে পুলিশ কর্মীরা যোগাসন কর্মসূচি করলেন। সিভিক পুলিশ থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মী এবং বেশ কয়েকজন সমাজ সেবিকা নিয়ে যোগাসনে অংশগ্রহণ করেছেন ইন্দাস ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চয়ন কুমার ঘোষ। প্রত্যেকটি মানুষের উচিত যোগা করা। যোগা করলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিকাশ, যোগ চর্চায় অংশগ্রহণ করে, নিয়মিত যোগ করলে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যে কারণেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই যোগা দিবস এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাই দিন সকালে ইন্দাস থানার পক্ষ থেকে এই যোগাসন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)

কেন্দ্রীয় সরকার

ইস্টার্ন রিজিওন, সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স প্রেসকট ট্রেডার্স প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ১০৪, সুবোধ গার্ডেন, পো - বাঁশদ্রোণী, কলকাতা - ৭০০০৭০, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ৮ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ** সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টরের ঠিকানায়, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং ৩এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-৩, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউটাউন, ৫ম তল, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন।

প্রেসকট ট্রেডার্স প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সুস্মিত রায় বিশ্বাস
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ ডিন : ০১৭৯৩৯১৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিশুটির বিবরণ

নামঃ ঈশান হালদার, **জন্মঃ** ০৯.১১.২০১৩, **লিঙ্গাঃ**পুরুষ, **প্রাপ্তির দিনঃ** ১১.০৬.২০২৬, **বর্তমান অবস্থানঃ** আর্শীবাদ বয়েজ হোম, হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশন, ৫৩, উদয় শঙ্কর সরণি, কলকাতা-৭০০০৩৩, **উচ্চতাঃ** ১৪১ সে.মি. ; **গায়ের রংঃ** বাদামী, **পরনের পোশাকঃ** সাদা ফুল হাতা জামার সাথে কালো প্যান্ট, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বরঃ থানাঃ** গল্ফগ্রীন ; **জি.ডি.ই. নম্বরঃ** ৮১৫ ; **তারিখঃ** ১১.০৬.২০২৬। **যোগাযোগের বিশদ বিবরণঃ** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানাঃ** শুভান্ন বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর -১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪

আইসিএ-ডি ৯১৯ (৩)/২০২৬

ডিএআর ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লি.

CIN L65999WB1994PLC064438

রেজি. অফিস : বিজনেস টাওয়ার, ২০৬ এজেসি বোস রোড, ৭ম তল, ইউনিট নং ৬বি কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ফোন : ০৩৩ ৪০৬৪৬৪৯৫

ইমেল : co.secretary@darcredit.com, ওয়েবসাইট : www.darcredit.com

ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দার ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিমিটেড (কোম্পানি)এর ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩ টায় ভিডিও কন ফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে যা অবগত করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয় ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং রুল অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) তৎসহ পঠিত এমসিএ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তৎসহ পূর্বের সার্কুলার ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুযায়ী (যৌথভাবে) এমসিএ সার্কুলার সমূহ) অনুযায়ী।

২. উপরে উল্লিখিত সার্কুলারসমূহ মেনে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ("বার্ষিক প্রতিবেদন") শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি-র কাছে নিবন্ধিত আছে। উক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.darcredit.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট;অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই লিমিটেড) -এর ওয়েবসাইট (www.nseindia.com);এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এও পাওয়া যাবে; উল্লেখ্য যে, এনএসডিএল হলো কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে।

৩. যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন এবং কোম্পানি / রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")-এর কাছে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট -এর কাছে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন বা হালনাগাদ করে নেন, যাদের কাছে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটি রয়েছে।

৪. ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি :

(ক) সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সূচির ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং বা 'ই-ভোটিং' পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।

(খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ইমেইল আইডি নিবন্ধিত নয়, তাদের জন্য দূরবর্তী স্থান থেকে ভোট প্রদান ('রিমোট ই-ভোটিং') এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং-এর পদ্ধতিটি সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভায়ও ই-ভোটিং-এর সুবিধা থাকবে; সভায় অংশগ্রহণকারী যেসব সদস্য আগে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা সভার সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

(ঘ) ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেইল বা লগ-ইন তথ্য পাননি অথবা যাদের ইমেইল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত নয়, তারা সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগ-ইন তথ্য তৈরি বা সংগ্রহ করতে পারবেন। একই লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে ভিসি/ওএভিএম মাধ্যম এর সাহায্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করা যাবে।

৫. রেকর্ড তারিখ এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান :

কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের (ফেস ভ্যালু) ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে ০.৫০ টাকা হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের লক্ষ্যে যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের নাম নির্ধারণের জন্য ২৩ জুন, ২০২৬ (মঙ্গলবার)-কে 'রেকর্ড তারিখ' হিসেবে নির্ধারণ করেছে। তবে এই লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির আসন্ন ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের সাপেক্ষে কার্যকর হবে। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত চূড়ান্ত লভ্যাংশ যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়, তবে তা সভা-পরবর্তী সময়ে উৎসে কর কর্তন সাপেক্ষে প্রদান বা প্রেরণ করা হবে।

সেবি -এর নির্দেশনা অনুযায়ী, সিকিউরিটি হোল্ডারদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফোলিও-টি অবশ্যই কেওয়াইসি নিয়ম মেনে পরিচালিত হতে হবে। ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট বা চেকের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছে।

৬. ই-মেইল নিবন্ধন এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য হালনাগাদ :

যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয় এবং/অথবা যারা ইলেকট্রনিক রেমিট্যান্সের মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য হালনাগাদ করেননি, তাদের নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ডিমাট হোল্ডিং	নথিভুক্তিকরণ/হালনাগাদ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপি সহ ডিপি দ্বারা নির্ধারিত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া মাধ্যমে।

উপরোক্ত তথ্যটি কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার্থে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এটি সময়ে সময়ে সংশোধিত এমসিএ ও সেবি -র নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে চলার অংশ হিসেবে জারি করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডিএআর ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লি.
স্বা/-
তারিখ : ১৭.০৬.২০২৬ প্রিয়া কুমারী
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড

রেজি. অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং-৫০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯

ই-মেল : jayshreenirmanlimited@gmail.com|ফোন : ০৩৩-২২৪৮৮১৪৯

CIN -L4520WB1992PLC054157

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)** মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি এলওডিআর) এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সেবি কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে। বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না এবং তাই, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানে বাতিল করা হয়েছে এবং এজিএমের নোটিশের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে এজিএমের নোটিশ এবং লগইন বিশদ ১৮ জুন ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানে অংশগ্রহণের পদ্ধতি এবং সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী সভার নোটিশে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। এজিএমের নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jayshreenirman.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ওয়েবসাইট **https://www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

এই বিষয়ে, সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে :

ক) কোম্পানি ১৮ জুন ২০২৬ তারিখে ৩৪তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

খ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং ১১ জুলাই ২০২৬ শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬ বিকাল ৫টায় শেষ হবে।

গ) ই-ভোটিং এর জন্য শেষ তারিখ মঙ্গলবার, ৭ জুলাই ২০২৬।

ঘ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগদানের যোগ্য হবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। ভোটদানের পর, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) যদি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা কোন ভোট প্রদান করা হয় এবং যদি একই শেয়ারহোল্ডাররা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রদত্ত ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে কারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতি শুধুমাত্র সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ।

চ) সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সভা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে ভিসি/ওএভিএম মোডে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন।

ছ) আইনের ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, নিয়মাবলী সহ পঠিত, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (সিপি নং ১৪০২৩) শ্রীমতী কৃতি দাগাকে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

জ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-এর ঠিকানায় পাঠাতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ ইমেল পাঠাতে পারেন। সদস্যরা **jayshreenirmanlimited@gmail.com**-এও কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬ **সৌরভ ব্যানার্জি**
স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

বাগনানে বিজেপি নেতা খুন, গ্রেপ্তার ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: এক বিজেপি নেতাকে পিটিয়ে খুনের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকায়। মৃতের নাম প্রশান্ত দে (৫০)। এই ঘটনায় পুলিশ আরো দুইজন বিজেপি কর্মী অতনু বেরা ও অজয় মণ্ডল নামের আরো দুই জন গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর বুধবার রাতে বাগনানের সন্তোষপুর-পাইকবাড়ি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় ওই বিজেপি নেতাদের উপর চড়াও হয় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এবং তাদের রড, বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর আততায়ীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়। আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে বাগনান হাসপাতালে পরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই প্রশান্তের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর আন্টিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মফিজুল ইসলামের দলবলের দিকে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃত প্রশান্তের আত্মীয় পরিজন ও বিজেপি কর্মীরা দোষীদের শাস্তির দাবিতে বাগনান-শ্যামপুর রোডের বাটুল কলতলায় অবরোধ করে। পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় মোট আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রাক্কালে তারকেশ্বরে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' অভিযান।

জয়েন্টে রাজ্যে তৃতীয় রানিগঞ্জের উমঙ্গ ভুত

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বৃহস্পতিবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পশ্চিম বর্ধমান তথা শিল্পাঞ্চলের গর্ব হয়ে উঠেছে রানিগঞ্জের মেধাবী ছাত্র উমঙ্গ ভুত। জয়েন্টে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে। রানিগঞ্জ শিশুবাগানে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি উমঙ্গ-এর। পরে সে ডিএভি স্কুলে পড়াশোনা করে এবং পরবর্তীতে দুর্গাপুরের পিউর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করে। এবারের জয়েন্ট পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে সে সকলকে চমকে দিয়েছে। ফল প্রকাশের পর উমঙ্গ জানায়, এত ভালো ফল করবে সে নিজেও কল্পনা করেনি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে লেটার মার্কস পেলেও জয়েন্টের মতো অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন তার কাছে স্বপ্নপূরণের সমান। ভবিষ্যতে সে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। ছেলের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি পরিবারের সদস্যরাও।

উমঙ্গের বাবা জানান, ছোটবেলা থেকেই ছেলে অত্যন্ত মেধাবি ও পরিশ্রমী। তবে জয়েন্টে রাজ্যের তৃতীয় স্থান অর্জন করবে, এমনটা তারা কল্পনাও করেননি। অন্যদিকে উমঙ্গের মা ছেলের সাফল্যে গর্বিত হলেও ভবিষ্যতে তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে দেখতে চান। উমাঙ্গ-এর এই কৃতিত্ব শুধু তার পরিবারের নয়, গোটা রানিগঞ্জ ও শিল্পাঞ্চলের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে

স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পর পুলিশ আধিকারিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: একই বাড়ি, একই পরিবারের উপর ফের নেমে এল মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। তিন বছর আগের ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। তার মধ্যেই ফের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোপীবল্লভপুরে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এহেন পরিস্থিতিতে ঘর যেন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে একের পর এক অঘটনের। পুরনো শোকের ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই ফের একই বাড়িতে নেমে এল মৃত্যুর ছায়া। বৃহস্পতিবার সকালে গোপীবল্লভপুরের পাঁচকাহানিয়া গ্রামে নিজের বাড়ির ভিতর থেকেই উদ্ধার হল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের (এএসআই) ঝুলন্ত দেহ।

মৃতের নাম অর্জুন সিং (৫৪)। তিনি সাঁকরাইল থানা-এ কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা চা দিতে গিয়ে লক্ষ্য করেন তিনি নিজের শোওয়ার ঘরে নেই। পরে পাশের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। একাধিকবার ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ফেলা হয়। এরপর ঘরের ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ততক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়, কারণ এই একই পরিবারের সঙ্গে আগেও জড়িয়ে রয়েছে এক করুণ ইতিহাস। প্রায় তিন বছর আগে অর্জুন সিংয়ের স্ত্রী সুমিতা সিংয়ের দেহও বাড়ির অদূরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকে পরিবারটি গভীর মানসিক আঘাতে ভুগছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। পরিবারের দাবি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর অর্জুন সিং মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিলেন। মৃতের মেয়ে সোনালী সিং সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'মায়ের মৃত্যুর পর বাবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছিলেন। বুধবারও আমরা একসঙ্গে ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলাম। আদালতের কাজ ছিল, ভাইয়ের জন্য জামাকাপড়ও কিনেছিলেন। কোনও অস্বাভাবিক আচরণ চোখে পড়েনি।' পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি যৌথ পরিবারে থাকতেন। তাঁর এক ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র এবং এক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন সিআই অফিসে কাজ করার পর সম্প্রতি সাঁকরাইল থানা-এ দায়িত্ব পান। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম আদালতে তাঁর বদলির নির্দেশও হয়েছিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন দায়িত্বে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা (আইপিএস) জানান, 'প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কিছু সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। একই পরিবারের দুইটি মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে গোপীবল্লভপুর এলাকায় শোকের পাশাপাশি রহস্য আরও ঘণীভূত হয়েছে।

কঙ্কালসার অবস্থা রাস্তার, ক্ষোভ বাড়ছে আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কঙ্কালসার অবস্থায় আরামবাগ পৌরসভার অধিকাংশ রাস্তা। বর্ষার আগে সংস্কারের দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। আরামবাগ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বহু রাস্তায় পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও রাস্তার উপরিভাগ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত, কোথাও আবার ইট ও পাথর বেরিয়ে এসে যাতায়াতকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হলেও স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ এখনও চোখে পড়েনি। সামনেই বর্ষা। এমন পরিস্থিতিতে বৃষ্টির জল জমে রাস্তার গর্ত আরও গভীর হবে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ, ব্যবসায়ী, বয়স্ক নাগরিক ও রোগীদের এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। বিশেষ করে মোটরবাইক ও সাইকেল আরোহীদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, শুধু একটি বা দুটি ওয়ার্ড নয়, পৌরসভার অধিকাংশ এলাকাতেই একই ছবি ধরা পড়ছে। বহু জায়গায় অস্থায়ীভাবে গর্তে পাথর বা ইট ফেলে কাজ চালানো হলেও কয়েক দিনের মধ্যেই সেই অংশ আবার ভেঙে পড়ছে। ফলে স্থায়ী সংস্কারের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ রহিম আলি বলেন, 'পৌরসভার নাগরিক হিসেবে আমরা নিয়মিত কর দিই। কিন্তু তার বিনিময়ে ন্যূনতম পরিকাঠামোও পাচ্ছি না। বর্ষার আগে দ্রুত রাস্তা মেরামত না হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছাবে।'

নৌকোডুবি, মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভাগীরথী নদীর চরে কাঠ কুড়াতে গিয়ে ফেরার পথে নৌকা ডুবে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম শেফালি সরকার (৫৮)। মৃতার বাড়ি শান্তিপুর থানার বেলঘড়িয়া ২ পঞ্চায়েতের গবারচর মাঝেরপাড়া এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভাগীরথী নদীর দ্বীপে কাঠ কুড়াতে গিয়েছিলেন তিন জন। বিকেলের দিকে আচমকাই আকাশে কালো মেঘ জমে ওঠে এবং ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়। এরপর তড়িঘড়ি টিনের ডোঙা নৌকায় চেপে বাড়ি ফেরার সময় নদীর মাঝপথে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাটি উল্টে যায়। নৌকায় থাকা তিনজনই জলে পড়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। অন্য দুজনকে উদ্ধার করা গেলেও শেফালী সরকার নদীর জলে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শেফালি সরকারকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

SBI — এসবিআই এইচএলসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪,
ইমেইল : sbi.15342@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং- হোম লোন- ৩০৯৫২৩৯৬৮৩৫, টপ আপ লোন- ৩৫১১৬৫২৩৩৮৫

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** এইচএলসি বিধাননগর এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৩ নং) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৪.০৪.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রীমতি অলোকপর্ণা ব্যানার্জী বিশ্বাস স্বামী- রাজীব বিশ্বাস এবং রাজীব বিশ্বাস, ঠিকানা- ৮৫, জেমস লং সরণি, পোঃ- জোকা, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০১০৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং পি-৬ ঠাকুরপুকুর রোড, রঘুনাথপুর, ১২৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ**--কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৬,৯৩,৫৭৫.৪৪ টাকা (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)** ০৪.০৪.২০২৬ অনুযায়ী এবং সেইসঙ্গে হালনাগাদ পুঞ্জীভূত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ১৮ই জুন তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেন, **৬,৯৩,৫৭৫.৪৪ টাকা (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)** ০৪.০৪.২০২৬ অনুযায়ী এবং তদুপরি হালনাগাদ পুঞ্জীভূত সুদ এবং আরও সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদিসহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিবরণ:
০৫ (পাঁচ) কাঠা ০১ (এক) ছটাক ৩৯ (উনচল্লিশ) বর্গফুট পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, তা একই বা একটু কম বা বেশি হোক, যা মৌজা - পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং- ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আর.এস. নং ৪৩, খতিয়ান নং- ৪৯০ এর অন্তর্ভুক্ত, আংশিক দাগ নং- ২৫১০ এর অন্তর্গত, জোকা- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার অধীনে, থানা- ঠাকুরপুকুর এর অন্তর্গত, এ.ডি.এস.আর. অফিস বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ইজমেন্ট এবং ব্যবহারকারীর অধিকার এবং সুবিধাগুলি সহ, যার **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, **দক্ষিণে:** শ্রী নকুল দাসের বাড়ি, **পূর্বে:** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে:** তাপসী রোজি এবং অন্যান্য ও বিশ্বনাথ লাহিড়ীর জমি।
এতদ্বারা হস্তান্তরিত ফ্ল্যাটের বিবরণ:
৮৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বা সামান্য কমবেশী বিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং সি-৩ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, তা একই বা একটু কম বা বেশি, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি, দ্বিতীয় ফ্লোরের উত্তর পূর্ব দিকে একটি ব্যালকনি, এবং এর সাথে ফিটিংস, ফিক্সচার, স্যুয়ারেজ, জল, বৈদ্যুতিক লাইন সহ বিদ্যুৎ এবং উক্ত ফ্ল্যাটটি এই দলিলের অংশরূপে সংযুক্ত প্ল্যান বা ম্যাপে লাল সীমানায় চিহ্নিত, এবং তফসিল 'এ'-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশ এবং স্বার্থ, এবং এর সাথে সম্পর্কিত সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, সাধারণ অংশ, পরিষেবা এলাকা এবং সুবিধাগুলি সহ, যা প্রাঙ্গণ নং ৩৩, সত্যেন পার্ক, জোকা, কলকাতা-৭০০১০৪ এ অবস্থিত। দলিল **নং- আই-৫০৬৪/০৯, সম্পত্তিটি শ্রী রাজীব বিশ্বাস এবং শ্রীমতি অলোকপর্ণা ব্যানার্জী বিশ্বাস এর নামের।**

তারিখ ১৮.০৬.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান বিধাননগর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — হোম লোন সেন্টার বেহালা
জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেইল sbi.17899@sbi.co.in

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ : নাম সুশান্ত বিভার। মোবাইল নম্বর ৯৬৭৪৭১২৫৮৭, ই-মেইল sbi.17899@sbi.co.in

গাড়ি বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (অ্যানেক্সচার-১) অনুযায়ী গাড়ি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২৫/০৬/২০২৬
সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (প্রতিটি বিড বা দর-এর পর ১০ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা বৃদ্ধির সুবিধাসহ)।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : "আগ্রহী দরদাতারা ২৫.০৬.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রাপ্তি এবং ই-নিলামের ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার কারণে এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে; তাই শেষ মুহূর্তের জটিলতা এড়াতে দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই প্রি-বিড ইএমডি-র অর্থ যথাসম্ভব আগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ২২.০৬.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সাধারণের এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জমিনদাতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ভেহিকেল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার , জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত 'যেখানে যেমন আছে', 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' **২৫.০৬.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতাগণ ডাকদাতার অ্যাকাউন্ট **https://www.bankeauction.com** বা **support@bankeauction.com** তে এনইএফটি/আরটিজিএস এর নিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নিলামের তারিখের যথেষ্ট পূর্বে চালান মারফত ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করবেন।
সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি এর বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহের) সঙ্গেই। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সম্পাদিত হবে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে। বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে **https://www.bankeauction.com** বা **support@bankeauction.com** প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।
নিম্নোক্ত সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে 'অনলাইন ই-নিলামে ওয়েবসাইট **https://www.bankeauction.com** বা **support@bankeauction.com** মাধ্যমে।

অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ -সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	প্রস্তাবক প্রতিনিধি ফোন নং
মেক এবং মডেল : Maruti Ertiga VXI 0 CNG অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৫১৯৮৬২৩৪৭ রেজিস্ট্রেশন নং : WB 10D 9030 ইঞ্জিন নং : K15CN9114701 চেসিস নং : MA3BNC62SNK539674 মালিক : সুব্রত পুরকাইত। নির্মাণ বর্ষ : ২০২২।	৬,৮০,০০০ টাকা জিএসটি ব্যতীত এর কমে সম্পত্তি বিক্রি হবে না	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ, ৬৮,০০০ টাকা ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ৫০০০ টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশনস ফোন : ৯১৬৩০০৬১৩১

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে 'সিকিউরড ক্রেডিটর' (সুরক্ষিত ঋণদাতা) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং এই নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা বিশেষ লিঙ্কটি দেখুন https://www.bankeauction.com অথবা support@bankeauction.com

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক,
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: zoberhampore@indianbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বগুলা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বগুলা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর কাছে বকেয়া **১২,০৩,৮৫৫.০০ টাকা** (বারো লক্ষ তিন হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) **১৬.০৬.২০২৬** অনুযায়ী তদুপরি সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা- শ্রী বিজয় বিশ্বাস,** পিতা- শ্রী কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, গ্রাম - বগুলা স্টেশন পাড়া, পোঃ - বগুলা, থানা - হাঁসখালী, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৫০২ - এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) শ্রী বিজয় বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা) পিতা- শ্রী কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, গ্রাম - বগুলা স্টেশন পাড়া, পোঃ বগুলা, থানা হাঁসখালী, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৫০২ খ) বগুলা শাখা	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ মৌজা - বগুলা, জে.এল. নং ৬৯, এল.আর. প্লট নং ৪৮০, খতিয়ান নং ৪৮০, খতিয়ান নং এল.আর. ৮৮৬০, এলাকা ২.৫০ ডেসিমেল, শ্রেণী ক্ষ্মবাড়িক্ষ্ম, পোঃ - বগুলা, থানা হাঁসখালী, বগুলা - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, বগুলা কলেজপাড়া, নদিয়া, পিন- ৭৪১ ৫০২ -এ অবস্থিত জমি ও ভবন। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তর দিকে : গোপাল বিশ্বাস-এর জমি, পূর্ব দিকে : গোপাল বিশ্বাস-এর জমি, দক্ষিণ দিকে : প্রফুল্ল বিশ্বাস-এর বাড়ি, পশ্চিম দিকে ত্ন ৬ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা।	১২,০৩,৮৫৫.০০ টাকা (বারো লক্ষ তিন হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) ১৬.০৬.২০২৬ অনুযায়ী তদুপরি সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়	ক) ১৩,৫৫,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৩৫,৫০০.০০ টাকা (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB39037954219 ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট অজ্ঞাত চ) প্রতীকী দখল

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬ / স্থান: বগুলা — অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India — Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬.০৪.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা শ্রী সঞ্জয় শাউ, শ্রী ববিতা শাউ এবং শ্রী কৈলাশ শাউ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,৯৫,৭৬৭.৯৮ টাকা (চৌত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশ সাতষট্টি টাকা এবং আটানব্বই পয়সা)** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ জুন ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৪,৯৫,৭৬৭.৯৮ টাকা (চৌত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশ সাতষট্টি টাকা এবং আটানব্বই পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, এডিএসআর -কুলটি, থানা : কুলটি, মৌজা- ডুবুরডিহি, জেএল নং ২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৭,আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৩, ৯০ পরিমাপ **৫ ডেসিমেল** উল্লেখ্য বিক্রয় **দলিল নং ৮২৭৪ তারিখ ১৬.০৮.২০১১,** সম্পত্তি **কৈলাশ শাউ** এবং দান দলিল নং ০২২৪০৩০৩৯/২০১৮ তারিখ ২০.০৮.২০২১৮ সম্পত্তি শ্রী সঞ্জয় শাউ এবং শ্রীমতি ববিতা শাউ এর নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ প্লট ১২৭। দক্ষিণে : সড়ক। পূর্বে: হরিপদ মন্ডল এর জমি। পশ্চিমে : সন্তোষ নোয়ার এর জমি।

তারিখ : ১৭.০৬.২০২৬ স্থান : আসানসোল — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বহরমপুর শাখা (০০০৩৪)
১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পো - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ ইমেল : sbi.00034@sbi.co.in

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অনির্বান সরকার, ই-মেইল আইডি sbi.00034@sbi.co.in, মোবাইল নং ৮০০১১ ৯৪৩০০

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) যেটির প্রকৃত দখল নিয়েছেন তা **২৪.০৬.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

মালিক : মনোনীতা গাঙ্গুলি মৈত্র, বকেয়া পরিমাণ : **৭,৬২,৪৬৯.০০ টাকা সুদ, শুল্ক।** সংরক্ষিত মূল্য **৬,৩৭,০০০.০০ টাকা।** বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) **৬৩,৭০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য **১০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিস্তারিত : TATA TIAGO XT 1.2RTN BS6PH2 রেজি নং **WB57P0845,** রেজি তারিখ : **১৭.১১.২০২৫,** চেসিস নং **MAT626081SKJ71673,** ইঞ্জিন নং : **REVTRN19JUXKB8962।** নির্মাণ বর্ষ : ২০২৫, ফুয়েল ধরন : **পেট্রোল।**

পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৬.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https//BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে রক্ষিত তাদের দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের অনেক আগে NEFT/RTGS স্থানান্তরের মাধ্যমে।
যেকোনো প্রশ্নের জন্য দয়া করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — এসবিআই, বহরমপুর

SBI — এসবিআই এইচএলসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
আঞ্চলিক কার্যালয় ভবন (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪। ই-মেইল: sbi 15342@sbi co in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধের জন্য তাদের আহ্বান করা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লেখিত তারিখে উক্ত আইনের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো ধরনের লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র উল্লেখিত অর্থ এবং তার উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী অনির্বাণ সাহা** পিতা- মিহির কুমার সাহা, বি/১১/এইচ/১৭, ডঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০ এবং নীল অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ডি, কলুপুকুর, তেঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। লোন অ্যাকাউন্ট নং **হোম লোন ৩৮৮৬৯৬৫১৫৩৪ এবং সুরক্ষা ৩৮৮৬৯৭০৫৭১৭ এবং এইচবিএল টপ আপ- ৪০৩৪৪২৮৪৯০৩**	কমবেশী ৬ (ছয়) কাঠা ৪ (চার) ছটাক ৭ (সাত) বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর একটি বহুতল ভবন দাঁড়িয়ে আছে, যা মৌজা- তেঘরি, জে.এল. নং ৯, রে. সা. নং ১১৬, তৌজি নং ১৯১, পরগনা- কলিকাতা, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৫৯০ এবং ৫৯১/৬২১ এর অন্তর্গত, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৯, এর সমতুল্য এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭৫/২, ক্রি খতিয়ান নং ১৯৭/১, ৫২৮/১, ৮২/১, ৮৮/১ এবং ২২১/১ এর অধীনে, বর্তমানে বিধাননগরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার এর এখতিয়ারের অধীনে অবস্থিত। রাজারহাট, বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং আরজিএম-৬৫৩, আরজিএম-৬৫৫ এবং আরজিএম-৬৫৬, ২৪ পরগনা (উত্তর) জেলার মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ৭-এ অবস্থিত, যার **সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল রাস্তা; দক্ষিণে: রবিন ব্যানার্জীর বাড়ি; পশ্চিমে: গোপাল কুন্ডুর বাড়ি; পূর্বে: গোপাল গাঙ্গুলীর বাড়ি। **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** কলুপুকুর, তেঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৯-এ অবস্থিত 'নীল অ্যাপার্টমেন্ট' নামক উক্ত ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে ডি নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মার্বেল মেঝে সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৪৩৭ বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে ১ (এক) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ড্রয়িং কাম কিচেন, ১ (এক) টি টয়লেট, ১ (এক) টি ব্যালকনি, যা তফসিল এ-তে বর্ণিত উক্ত জমির উপর নির্মিত, যার সাথে অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য জমির অংশ, ড্রেন, প্লামবিং এবং স্যানিটারি ফিটিংস এবং সংযোগের সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার, উল্লম্ব ওভারনিথ এবং আন্ডারনিথ সমর্থন সহ, উক্ত ফ্ল্যাটের চারপাশের মূল লোড বিয়ারিং বিভাজন এবং সাধারণ দেওয়ালগুলি, সাধারণ সিঁড়ি ব্যবহারের ইজমেন্ট অধিকার, উক্ত ফ্ল্যাটে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রবেশদ্বার এবং প্যাসেজ এবং তফসিল 'সি'-তে বর্ণিত সমস্ত অধিকার ও সুবিধাদি সহ। **সম্পত্তিটি অনির্বাণ সাহার নামে রয়েছে। দলিল নং হলো আই-১২৯৪৪/১৯।**	১) ০৯.০৪.২০২৬ ২) ১৬.০৬.২০২৬ ৩) ১৫,৪৬,০৫৬.৭১ টাকা (পনেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছাপান্ন টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) ০৯-০৪-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ।

দ্রষ্টব্য : দখল বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তবে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বিধাননগর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২।
ফোন নং-০৩৪২-২৬৬৫৭০৩। ইমেইল: bardhaman assetrecovery@bankofindia co in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

(যে ঋণগ্রহীতা তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেছেন তার প্রতি। এই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সেই জামিনদার(দের) কে প্রদান করা হবে যিনি তার সম্পদ/সম্পত্তির উপর কোনো সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেননি)
প্রতি,
জনাব আমির রাজা খান
পিতা- কাদির খান, ফ্ল্যাট নং বি-৩, ২য় ফ্লোর, নাবীল অ্যাপার্টমেন্ট, আজাদ নগর রোড, মল্লিক হার্ডওয়্যার এবং গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট ম্যারেজ হলের কাছে, বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩২৫, মোবাইল নং- ৮৯০৬৩২০৯৩৬
(ঋণগ্রহীতা - বন্ধকদাতা)
মিসেস সাজিয়া খানম
স্বামী- আমির রাজা খান, ফ্ল্যাট নং বি-৩, ২য় ফ্লোর, আজাদ নগর রোড, মল্লিক হার্ডওয়্যার এবং গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট ম্যারেজ হলের কাছে, নাবীল অ্যাপার্টমেন্ট, বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩২৫
(সহ-ঋণগ্রহীতা - বন্ধকদাতা)
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. আপনাদের অনুরোধে, ব্যাঙ্ক আপনাদের মোট ২৬,০০,০০০.০০ টাকার বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধার বিশদ বিবরণ এবং এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পাওনার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:-

সুবিধার ধরন	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
(ক) সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ (অ্যাকাউন্ট নং: ৪২৩৪৭৫১১০০০০৩৫৩)	২৬,০০,০০০.০০ টাকা	লেজার বকেয়া - ২৬,১৪,৮১৪.১০ টাকা অনাদায়ী সুদ - ২৬,৮০৩.০০ টাকা
মোট		**২৬,৪১,৬১৭.১০ টাকা**

২. ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটি দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাঙ্কে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পদগুলির বিবরণ):-
পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত, মহকুমা এবং এডিএসআর অফিস - আসানসোল, মৌজা ইসমাইল, আজাদ নগর, থানা - হীরাপুর, বার্নপুর-৭১৩৩২৫, মল্লিক হার্ডওয়্যার এবং গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট ম্যারেজ হলের কাছে, জে.এল. নং ২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৪১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৬০৫৩, আর.এস. প্লট নং ৮০৫, এল.আর. প্লট নং ৩৭৮০, আর.এস. প্লট নং ৮০৭, এল.আর. প্লট নং ৭০০১-এর মধ্যে অবস্থিত নাবীল অ্যাপার্টমেন্টে ২য় ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং বি-৩, যার আচ্ছাদিত এলাকা ৮৩৩.৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৪২ বর্গফুট, যেখানে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১টি বসার ও খাওয়ার ঘর, ২ টি টয়লেট, ১ টি রান্নাঘর এবং ১ টি ব্যালকনি এবং এর সমস্ত ফিটিংস, ফিক্সচার, ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস, লাইট, কানেকশন ইত্যাদি সহ সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি:- অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা:- উত্তরে - অন্যদের জমি; **দক্ষিণে** - ১১ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্বে** - অন্যদের জমি; **পশ্চিমে** - ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা। **ফ্ল্যাটের সীমানা:- উত্তরে** - উন্মুক্ত আকাশ; **দক্ষিণে** - ফ্ল্যাট নং বি-২; **পূর্বে** - প্যাসেজ এবং ফ্ল্যাট নং বি-১; **পশ্চিমে** - রাস্তা।
৩. যেহেতু আপনারা উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কে আপনাদের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে ৩০-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে আপনাদের অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা অকার্যকর সম্পদ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৪. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরিউক্ত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং এই **নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** ব্যাঙ্ককে মোট **২৬,৪১,৬১৭.১০ টাকা** (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) এর সাথে মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে **৯.৮৫** অতিরিক্ত সুদ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক বহন করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনাদের সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি। এটি করতে ব্যর্থ হলে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর অধীনে ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করব, যার সমস্ত খরচ ও পরিণতির দায় সম্পূর্ণ আপনাদের উপর বর্তাবে।
৫. যদিও আমরা আপনাকে উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য সুদ এবং পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করে দায়মুক্ত হওয়ার এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার আহ্বান জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন যে, সারফায়েসি আইনের ১৩(৮) ধারা অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকার আপনাদের কাছে শুধুমাত্র সুরক্ষিত সম্পদগুলির ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের জন্য পাবলিক অকশন নোটিশ প্রকাশ বা পাবলিক বা প্রাইভেট ট্রিটি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বান করার তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমে আমাদের দ্বারা বহন করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা এর সাথে আনুষঙ্গিক কোনো ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এবং ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসেবে ব্যাঙ্কে আপনাদের অন্য কোনো বকেয়া সহ) সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করার পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, তা আপনাদেরকে প্রদান করা হবে।
৭. যদি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে আদায়কৃত অর্থ থেকে উক্ত বকেয়া সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তবে আমরা আপনাদের অবশিষ্ট বকেয়া অর্থের সাথে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল আদালতে আইনি/পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দায়ের সহ আপনাদের এবং আপনাদের অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, উপরিউক্ত আইনের উপধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পর, আপনারা উপরিউক্ত সুরক্ষিত সম্পদে বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর বা কোনো দায় তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং উপরিউক্ত আইনের ১৩ নং ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথ অনুমোদিত অফিসার।
১০. বলাই বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই দেওয়া হয়েছে।

স্থান: আসানসোল — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬ — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

টেলিগ্রামে সাময়িক নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ চ্যালেঞ্জ, রায় সংরক্ষিত দিল্লি হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: আগামী ২১ জুন হতে চলা পুনর্নির্ধারিত নিট-ইউজি পরীক্ষার আগে মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামের ওপর কেন্দ্র সরকারের আরোপিত সাময়িক নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার রায় সংরক্ষিত রাখল দিল্লি হাই কোর্ট। শুনানিতে কেন্দ্র সরকারের তরফে টেলিগ্রামকে কার্যত 'নতুন ডার্ক ওয়েব' বলে অভিহিত করা হয়। সরকারের দাবি, এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই নানা বেআইনি কর্মকাণ্ড ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলির পক্ষে অপরাধীদের শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে।

শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, এ বিষয়ে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই হলফনামা জমা দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, টেলিগ্রাম এখন এমন একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে, যেখানে অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করা এবং তার প্রমাণ গোপন রাখা তুলনামূলকভাবে সহজ। তিনি আদালতে বলেন, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় টেলিগ্রামের ব্যাপক অপব্যবহার হয়েছে এবং সেই কারণেই পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

তুষার মেহতা আদালতকে জানান, তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ৬৯এ ধারার অধীনে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক শুধুমাত্র ২২ জুন পর্যন্ত টেলিগ্রামে সাময়িক নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি পৃথক এক নির্দেশে ৩০ জুন পর্যন্ত টেলিগ্রামের মেসেজ এডিট করার সুবিধা (এডিট ফিচারস) বন্ধ রাখার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, ২১ জুন পুনরায় হতে চলা নিট-ইউজি পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর. ভেঙ্কটরমণিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ সম্পূর্ণ আইনসম্মত ও প্রয়োজনীয়। তাঁর মতে, ভারতের মতো দেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, শুধুমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'আনুপাতিকতার নীতি' (প্রিন্সিপল অফ প্রপোরশনালিটি)-র দোহাই দিয়ে সরকারি পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে পারে না। তিনি আরও জানান, সরকার অন্য কোনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি, কারণ সেগুলির নিজস্ব কার্যকর নজরদারি ও ফিল্টারিং ব্যবস্থা রয়েছে।

শুনানির সময় আদালত টেলিগ্রামের আইনজীবীর উদ্দেশে প্রশ্ন তোলে, যদি সত্যিই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী সময়ে নির্দেশ জারি করে কী লাভ? ততক্ষণে তো ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে টেলিগ্রামের নিজস্ব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কী হওয়া উচিত, তা-ও জানতে চায় আদালত। এর জবাবে টেলিগ্রামের পক্ষে আইনজীবী ধ্রুব মেহতা বলেন, সংস্থা সমস্ত আইনগত ও প্রযুক্তিগত মানদণ্ড মেনেই কাজ করেছে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের অনুরাধা ভাসিন মামলার রায়েরও উল্লেখ করেন।

এর আগে ১৭ জুন দিল্লি হাই কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে নোটিস জারি করেছিল। টেলিগ্রামের দাবি, তথ্যপ্রযুক্তি বিধির রুল ৯ অনুযায়ী শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতেই এ ধরনের পদক্ষেপ করা যায়। কিন্তু কেন্দ্র সরকার ৬৯এ ধারা প্রয়োগ করেছে, যা তাদের মতে আইনসঙ্গত নয়। টেলিগ্রামের আরও অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারের নির্দেশের ভিত্তি হিসেবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কখনও টেলিগ্রামের কোনও চ্যানেল ব্লক করার সুপারিশ করেননি।

নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক ধর্মেন্দ্র প্রধানের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: আগামী ২১ জুন হতে চলেছে নিট-ইউজির পুনরায় পরীক্ষা। তার প্রস্তুতির মূল্যায়ন করতে বৃহস্পতিবার একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক হল। তাতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি আধিকারিকদের পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় দক্ষতার পাশাপাশি সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, এনটিএ এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা অংশ নেন। স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব সঞ্জয় কুমার, উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব বিনীত জোশী এবং এনটিএর মহাপরিচালক অভিষেক সিং উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের নোডাল অফিসারদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নির্দেশ দিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা যেন মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশে পুনরায় পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা পায়।

সমঝোতার পথে আমেরিকা-ইরান, শান্তিচুক্তিতে ১৪টি শর্ত

ওয়াশিংটন, ১৮ জুন: সংঘাত শেষ করে এবার সমঝোতার পথে আমেরিকা ও ইরান। বুধবার সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। মার্কিন আধিকারিকেরা কনফারেন্স কলে সমঝোতাপত্রে থাকা শর্তগুলি প্রকাশ্যে এনেছেন। ইরানের তরফে অবশ্য সমঝোতাপত্রের শর্তের বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি। আমেরিকা ১৪টি শর্তের কথা প্রকাশ্যে এনেছে।

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর বহরে প্রথম স্বদেশি এয়ার কুশন ভেহিকল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: উপকূল নিরাপত্তা আরও জোরদার করা এবং 'আত্মনির্ভর ভারতে'র লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী (ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড) বহরে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হল দেশের প্রথম স্বদেশে নকশা ও নির্মিত এয়ার কুশন ভেহিকেল (এসি ভি)। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির পথে এই সংযোজনকে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর কমান্ড্যান্ট অমিত উনিয়াল জানান, গোয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপকূলরক্ষী বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নতুন এয়ার কুশন ভেহিকেলটি বহরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি বলেন, স্বদেশি প্রতিরক্ষা উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্ল্যাটফর্মে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীদারদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই সফল প্রতিফলন এই উদ্যোগ। তিনি আরও জানান, সম্পূর্ণভাবে ভারতে নকশা ও নির্মিত এই এয়ার কুশন ভেহিকেল দেশের সামুদ্রিক শিল্পভিত্তির ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার প্রমাণ। প্রকল্পটি দেশীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দক্ষতা বাড়াতে এবং শক্তিশালী স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারের অঙ্গীকারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ময়দান

কলকাতাকে উড়িয়ে শীর্ষে রাঢ় টাইগার্স, চূড়ান্ত বেঙ্গল টি-২০ লিগ সেমিফাইনালের চার দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল টি-২০ লিগের লিগ পর্বের শেষ দিনে নিজেদের দাপট আরও একবার প্রমাণ করে দিল শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স। কলকাতা রয়্যাল টাইগার্সকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে শুধু জয়ই নয়, পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানও নিশ্চিত করল তারা। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত হয়ে গেল সেমিফাইনালের সূচি। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স ও নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়া। অন্যদিকে দিনের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদহের বিরুদ্ধে নামবে সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স।

মোহনবাগানে রাহুল ভেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলবদলের বাজারে একের পর এক চমক দিচ্ছে মোহনবাগান। এবার সবুজ মেরুনে জাতীয় দলের ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে। মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট নতুন মরশুমের জন্য অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রাহুল ভেকেকে সই করাল। দলের রক্ষণ আরও শক্তিশালী করাই লক্ষ্য ম্যানেজমেন্টের। এক বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুনে যোগ দিলেন এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। কলকাতায় আগে খেলে যাওয়া রাহুল মূলত সেন্টার ব্যাক, রাইট ব্যাকেও খেলতে পারেন। জাতীয় দলের জার্সিতে ৫০ টিরও বেশি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। গত কয়েক বছর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সেট পিসে গোল করার দক্ষতা রয়েছে তাঁর। কলকাতায় আগে ডার্বি খেলে যাওয়ায় সুবাদে সবুজ মেরুন সমর্থকদের আবেগ, পরিবেশ ও দলের ঐতিহ্য ও পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে রাহুলের।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
The Executive Engineer, East Midnapore Division, M.E.Dte., on behalf of the Governor of W.B invites online tender vide Ref No. : **WBMAD/EE(EM)/ NIeT-01/26-27 (2nd Call)**
Date : **17.06.2026**
Tender Id : **2026_MAD_5015688_1**
Name of work : Construction of approach road (ICBP) from Haldia Mecheda Road to Over Head Reservior at Radhaballavpur, Ward No.-03 within Tamralipta Municipality under AMRUT 2.0 Programme.
Bid Submission Start Date : **18.06.2026** from **09:00 A.M** & Bid Submission End Date : **07.07.2026** upto **03:00 P.M.** Details available in website : **www.tenders.wbgov.in** & **wburbanservices.gov.in**
Sd/-
The Executive Engineer
East Midnapore Division, M.E.D

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_০১_২০২৬-২৭_আর২, তারিখ ঃ ১৬.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরি ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছে থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ে হসপিটাল, লিলুয়া-তে নবনির্মিত ওপিডি-তে সম্পূর্ণ অটোম্যাটিক ২০ জন যাত্রী তথা বেড লিফ্‌ট-এর ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪১,৫৮,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৮৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in।**
(MISC-78/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway eastern railwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ইয়েলো লাইন করিডোরের আনুষঙ্গিক বিল্ডিং এবং নোয়াপাড়া স্টেশন (কেএনএপি) থেকে জয় হিন্দ (কেজেএইচডি) পর্যন্ত কিমি ০.০০০ থেকে কিমি ৬.৭৭০ পর্যন্ত ইয়েলো লাইনের স্ট্রাকচার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮৩,৯০,৬৭৩.০৯ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১,৬৭,৮০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** চব্বিশ (২৪) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৮৫-২০২৬ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/27/26-27 Dated 18.06.2026	Supply and Delivery of 30W LED Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality.	770 pcs

Bid Submission end date: **25.06.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন (৯১-৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১-১৩, ২৬৪১-৫২১৮ টেল ফ্যাক্স (৯১-৩৩) ২৬৪১ ৫২১৮/২২১৪
নোটিশ
হাওড়া পৌর নিগম, ৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া- ৭১১১০১ -ডব্লুবিইউইস্কিমের অধীনে ১০০ দিনের সাফাই কাজের জন্য কর্মী চাইছে, বয়স সীমা ১৮ থেকে ৪৫ বর্ষ, মজুরি ২০২ প্রতিদিন। সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টর অফিসে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ পূরণ করা ফর্ম সেক্টর অফিসে যেকোনও কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টার মধ্যে জমা দিতে পারেন। আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে।
২৬(৩)/২৬-২৭
১৮.৬.২৬
কমিশনার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www hmcgov in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি -হাওড়া পৌর নিগমের শরৎ সদনে ২(দুই) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের) পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ আবেদন করতে পারেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ১২.০৬.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ০৩.০৭.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders gov in
২৩(৩)/২৬-২৭
১৮.৬.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (শরৎ সদন)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL HOUSING BOARD
ABRIDGE NOTICE
Corrigendum for Date extension for the work plying the official Printing Materials to the for the time period from 15th June 2026 March 2027." Tender ID 2026_WBHB_ 102477 for NIeQ No: WBHB/DD(EW)-II/ NIeQ-01/20 2027. Last Date of closing bid submission 27.06.2026. At 05.00 PM. All particulars and any information & Corrigendum if any, will be pub in E-Tendering Website i.e. **https:// wbtender.gov.in** website only.
ICA- T10514(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 30/06/26 upto 12.00 Noon instead of 16/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 02/07/26 at 12.00 Noon instead of 18/06/26 at 12.00 Noon for "Annual comprehensive maintenance of Fire Detection and Alarm System of Vidyasagar SGH, Behala, South 24 Parganas" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014708_1. invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites: tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer – II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T10533(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Comprehensive maintenance of Electrical Installation of whole system at Agricultural Statistics Office, Bureau of Applied Economics & Statistics, Block-IA, 277/1, Sector-III, Kolkata-97. (for One Year)." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-57/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014752_1

Bid submission Closing Date (Online)	17.06.2026 up to 15:00 Hrs.	29.06.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	19.06.2026 at 15:05 Hrs.	01.07.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division
ICA- T10581(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
The West Bengal Small Industries Development Corporation Limited
(A Government of West Bengal Undertaking)
'Shilpa Bhavan' (Near Poddar Court),
31, Black Burn Lane, Kolkata-700012
Website: www.wbsidcl.in, Email: info@wbsidcl.in
Notice to procure of Iron Cot
N.I.E.T. No. 1/DS/MKT of 2026-27, is invited for supply of Iron Cot in West Bengal. For details, please visit www.wbsidcl.in / www.wbtenders.gov.in. Last date for submission of bid • 05/MKT of 2026-27 is 24.06.2026 upto 5.00 P.M.
Sd/- Marketing Manager
ICA- T10526(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 30/06/26 upto 12.00 Noon instead of 16/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 02/07/26 at 12.00 Noon instead of 18/06/26 at 12.00 Noon for "Urgent Repairing of Lift Fire Detection system and Electrical Installation Work at Chest and Cancer Building in the premises of IPGMER-SSKM Hospital, Kolkata-S & D of Materials for Fire Detection System" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014919_1 invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites: tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer – I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T10534(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Electrical work for Construction of Seven storied building for Institute of Neuroscience (with seven storied foundation), along with two storied Electrical Sub-station building (with three storied foundation) and Canteen building within compound of 17, Convent Road. Kolkata-700 014 --- SITC of UPS System vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-01/26-27(2nd call). Tender ID: 2026_WBPWD_5014036_2. Bid submission end date (online) for the job is 08/07/2026 upto 14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in**, **http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W. Dte.
ICA- T10562(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Krishnagar Construction Sub Division No.--II, P.W.Dte. invites online e-Tender for the works of: Name of Work: Preventive measure towards Vector Borne Disease at premises of Hospital Building & drainage system at Nadia District Hospital (Saktinagar & Sadar Campus) under jurisdiction of Nadia Construction Division, P.W.D., Krishnagar, Nadia, during the year 2026-2027. Estimated Amount: Rs. 1, 02,539.00 e-NIT No. : WBPWD/AE/KCSD- II/N.I.e.T.- 01/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015564_1. Bid submission start date (online): 15.06.2026 from 6.55 P.M. Bid submission closing (online): 23.06.2026 upto 3.00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Krishnagar Construction Sub Division No. -- II.
ICA- T10536(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub-Division invites online Tender for the work:- Emergency Installation of Timer DB for RAC at Ranaghat Sub-Divisional Hospital, Nadia (Job No. NED/RH/OW/01/01 of 26-27). e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT-01/RH (2nd Call) of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015687_1. Bid Submission Start Date (Online) 20.06.2026 at 12:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) 26.06.2026 at 2:00 P.M. Bid Opening Date 29.06.2026 at 03:00 P.M. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from **https://wbpwd.gov.in** Sd/- R. A. Paul, Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub-Division, Ranaghat, Nadia.
ICA- T10543(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is invited from bonafide resourceful bidder having credential against this office NIeT No. WBPWD/AE/ HCSD-I/e-NIT-2/26-27 of Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Division-I, P.W.Dte. 1) **Name of work**:- Annual Operation and maintenance including necessary repairing works of Submersible pump motor set at CMOH Bunglow & 14 nos. MO Quarter at Lichubagan, Howrah. Estimated Amount Rs. 239760.00. Tender ID: 2026_WBPWD_5015674_1. Bid Submission end date 03.07.2026 at 2:00 P.M. Details will be available from the website **http://wbtenders.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Div-I, PWD.
ICA- T10548(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id. 2026_WBPWD_5015649_1-3
Online e-Quotation (eNIQ 02 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W. (Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for maintenance type of work. Bid submission closing (On line) 29.06.2026 at 15:00 hrs Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T10550(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works : "Comprehensive, Preventive & Corrective maintenance contract of different type AC machines installed at different places at Vidyasagar Bhawan, Saltlake, Kolkata-91 for 01 (one) year." Tender No : WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-04/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015662_1. Document Download Closing Date : 01.07.2026 upto 15:00 Hrs. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division.
ICA- T10554(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD-II/ e-NIQ 01_2nd call/26-27
(Tender ID: 2026_WBPWD_5015657_1)
Online Tender is hereby invited by the the Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division-II, (Ground Floor R-13), Salt Lake, Purta Bhavan, Kolkata-700091 from the eligible contractors for the following works: Name of Work : 1) Replacement of old 2X2 LED luminaries installed at Department of Sc and Tech at 4th Floor Bikash bhawan Salt Lake Kolkata. Bid submission start : 26.06.2026 at 09:00 A.M. Bid Submission end : 03.07.2026, at 01:00 P.M. Bid Opening Date : 06.07.2026, at 01:30 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- P. Karmakar, Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-Division-II.
ICA- T10572(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NO. WBPWD/AE/NKHSD-I/NIeT-01/26-27
On behalf of The Honorable Governor, The State of West Bengal, online tender are follow/ follows : **1.** ID & BG Hospital, Beliaghata - Emergent replacement of PVC water tank with interior old damaged plumbing network and cleaning of inspection pit, waste & soil line with roof shed repairing work including other allied civil works inside the campus premises of ID & BG Hospital, Beliaghata during the year 2026-2027. Tender ID - 2026_WBPWD_5015700_1. Documents download start date (Online): 19/06/2026 from 09.00 A.M. Bid proposal submission start date (Online): 19/06/2026 from 10.00 A.M. Bid proposal Submission Closing/end date (Online): 03/07/2026 up to 12.00 P.M. Date and time of opening of Technical Proposals (online): 06/07/2026 up to 12.10 P.M. Remarks :- The work is related to emergency of the Hospital Campus. Details shown in www.pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer (PWDte.), North Kolkata Health Sub-Division-I
ICA- T10578(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Electrical Installation work and arrangement of Air-conditioning for Computer Lab at Regional Institute of Printing Technology--Electrical Installation Work." eNIT No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-02(2nd Call)/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014124_2. Bid submission start date (online): 25.06.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 01.07.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T10540(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E.(LR)/SSKM(H.)E.S.D., PWDte. invites tender for the work of- "Various EI works related to New AC machine installation and other ancillary works at 2nd Floor of Neonatalogy building in the premises of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata" against Tender Ref. No. WBPWD/ SSKM(H)ESD/NIT-06 of 2026-27 vide Tender ID_2026_WBPWD_5015660_1. Last date of Submission upto 02:00 P.M. on 29.06.2026. Sd/- U. Biswas, Assistant Engineer (LR), PWDte., SSKM(H.) Electrical Sub-Division.
ICA- T10564(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No. 02 (Sl 1 to 2) of 2026-27 of EE/NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for **1)** Tender ID- 2026_WBPWD_5014435_1. **2)** Tender ID- 2026_WBPWD_5014435_2. Bid submission start date (online)- 23/05/2026 from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online)- 23/06/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.eQ. and Tender documents may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE/ Nadia Hway Div.-I.
ICA- T10569(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIT No. 01(Sl- 5) of 2026-27 of EE/ NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for- 1) Tender ID- 2026_WBPWD_5014297_5. Bid submission start date (online)- 21/05/2026 from 9:00 A.M. Bid submission closing date (online)- 23/06/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/Nadia Hway Div.-I.
ICA- T10571(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/W&S/GAP Wing/SE/ Planning Circle/NIT-03 of 2026-27 (2nd call)
Online e-Tender is invited by the Su tending Engineer, Planning Circle, Wing, W&S Sector, KMDA, 1st Block-D, Unnayan Bhavan, Kolka 700091, from reliable, resource bonafied, eligible and experienced fir companies / individual contractors, fo work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Construction of Retaining wa for River bank protection and allied at Baidyabati, Hooghly (2nd ca Rs.1,40,36,682/-, Rs.2,80,734/-, months, **Last date & time of online Bid submission: 15.07.2026, Time13.30 hrs.** for details contact the above office o both websites. **(KMDA-146)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10475(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 02/EE/CD/SWM/KMDA of 2026-2027 (2nd call)
Online two part system e-Tender is by the Executive Engineer (Civil), Ce Division, SWM Sector, KMDA, 5th Block-A, Unnayan Bhawan, Salt La Kolkata - 700 091, from eligible, re resourceful and experienced agencie firms / companies / individual contrac for the work, Sl. No. **Name of Work, Estimated Value of the work, Earnest Money Deposit, Time of Completion, (1) Cleaning,** Jungle Cutting, removal debris, water Hyacinth, weeds and flo materials time to time (as and wh quired) of Haran Majumder-I Khal v Naihati Municipal area, for maintai smooth drainage path throughout for months. (2nd Call), Rs.9,36,838 Rs.18,737/-, 180 Days, (2) - Same No.1- of Haran Majumder-II Khal v Naihati Municipal area, for maintai smooth drainage path throughout for months. (2nd Call), Rs.1,62,826 Rs.3,257/-, 180 Days, (3) - Same No.1- of Thana Khal within Naihati ipal area, for maintaining smooth drai path throughout for 6(six) months. Call), Rs.1,78,550/-, Rs.3,571/-, 180 D **End date and time of online Bid submission:** 30.06.2026 upto 14:30 hrs., details contact the above office or both websites. **(KMDA-148)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10476(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E., Ranaghat Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. Ranaghat, Nadia invites online Tender for the worksof:- 1. Repairing of Damaged Bituminous Road Surface (in patches) of Birnagar Aranghata Road from 3.00km to 3.70km under Ranaghat highway Sub-Division of Nadia Highway Division No-II, P.W.(Roads) Directorate in the district of Nadia during the year 2025-26. 2. Emergent Temporary patch Repair of severe Black top and Hard shoulder damaged stretches at PHE pipeline cutting Area due to prolonged unrestored condition from 6.490 km to 7.430 km RHS of NH-34 to Tarapur Balagarhghat Road under Ranaghat Highway Sub-Division of Nadia Highway Division-II, in the District of Nadia, during the year 2026-2027. 3. Repairing of Damaged Bituminous Road Surface (in patches) after Heavy Rain of NH-34 to Ravanberia via Pyradanga Rly. Stn. Road from 1.50km to 3.00km under Ranaghat highway Sub-Division of Nadia Highway Division No-II, P.W.(Roads) Directorate in the district of Nadia during the year 2026-27. 4. Rain damaged shoulder protection with Eucalyptus bullah piling, Sand bags and Jhama Metal from 2.850 km to 2.970 km of Dakshin Belepara to badkulla palpara Road under Ranaghat Highway Sub-Division of Nadia Highway Division-II, in the District of Nadia during the year 2026-2027. eN.I.T. No:-02 (Sl. No:-01 to 04) of 2026-2027. Sl. No:-01 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_1, Sl. No:-02 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_2, Sl. No:- 03 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_3, Sl. No:- 03 Tender ID No. 2026_WBPWD_5015610_4. Bid Submission start date (online) :- 17-06-2026 from 11.00 Hours. Bid Submission closing date (online) :- 29-06-2026 upto 17.00 Hours. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Subhojit Karmakar. Assistant Engineer, Ranaghat Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T10538(1)/2026

IndusInd Bank **রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রি টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০১৭**

পরিশিষ্ট - IV
দখল বিজ্ঞপ্তি [দ্রষ্টব্য বিধি ৮ (১)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লি.-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকগ্রহীতাকে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি।
ঋণগ্রহীতাগণ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নোক্ত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণকে উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের জন্য ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। জামানতকৃত সম্পদ(সমূহ) খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (দাবি নোটিশ অনুযায়ী)	বর্তমান বকেয়া পরিমাণ (৩১.০৫.২০২৬ অনুযায়ী)	জামিনদত্ত সম্পদসমূহের বিস্তারিত
১.	**মেসার্স কলকাতা ট্রেডিং কর্পোরেশন** (ঋণগ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী -শ্রী শেখ আবদুল বাসার এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী), **মেসার্স হার্ডওয়ার টাউন** (কর্পোরেট জামিনদাতা , অংশীদারগণ -শ্রী শেখ আবদুল বাসার, শ্রী বাদশা আলম শেখ এবং শ্রীমতি হেনা শেখ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী), **শ্রী শেখ আবদুল বাসার** (স্বত্বাধিকারী -মেসার্স কলকাতা ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা), **শ্রী বাদশা আলম শেখ** (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **শ্রীমতি হেনা শেখ** (জামিনদাতা)।	০৫.০৬.২০২৫	১৬.০৬.২০২৬	**৪১,৩৪,৪৯১.৪৬ টাকা (একচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশ একানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) ৩১ মে ২০২৫ অনুযায়ী** দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	**২০,৪৭,৩০৩.৪৬ টাকা (কুড়ি লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ তিন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা)** ০১.০৬.২০২৬ থেকে হিসেবকৃত চুক্তি মোতাবেক হারে জরিমানা সুদ, ব্যয়, চার্জ, পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- জলাধুলাগড়ি, জেএল নং ২, গাহ নং ২ (পুরানো) দাগ নং ৪ (নতুন), খতিয়ান নং ২৩০ (পুরানো) খতিয়ান নং ২৮১৯ এবং ২৮২০ (নতুন), থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১৩০২। সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৯৭৭ -২০১২ সালের তারিখ ৩০.০৮.২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত নাম শ্রী শেখ আবদুল বাসার এবং শ্রী বাদশা আলম শেখ (আরও শেখ বাদশা আলম হিসেবে পরিচিত)।
২.	**মেসার্স হার্ডওয়ার টাউন** (ঋণগ্রহীতা, অংশীদারগণ -শ্রী শেখ আবুল বাসার, শ্রী বাদশা আলম শেখ এবং শ্রীমতি হেনা শেখ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী), **মেসার্স কলকাতা ট্রেডিং কর্পোরেশন** (কর্পোরেট জামিনদাতা স্বত্বাধিকারী শ্রী শেখ আবুল বাসার কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী), **শ্রী শেখ আবুল বাসার** (মেসার্স হার্ডওয়ার টাউন এর এক অংশীদার এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা), **শ্রী বাদশা আলম শেখ** (মেসার্স হার্ডওয়ার টাউন এর এক অংশীদার এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **শ্রীমতি হেনা শেখ** (মেসার্স হার্ডওয়ার টাউন এর এক অংশীদার এবং জামিনদাতা)	০৫.০৬.২০২৫	১৬.০৬.২০২৬	**১৬,৬৩,০৭৮.৭২ টাকা (ষোলো লাখ তেষট্টি হাজার আটাত্তর টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) ৩১ মে ২০২৫ অনুযায়ী** দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	**১০,৭৬,০৪৭.৭২ টাকা (দশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার সাতচল্লিশ টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা)** ০১.০৬.২০২৬ থেকে হিসেবকৃত চুক্তি মোতাবেক হারে জরিমানা সুদ, ব্যয়, চার্জ, পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- জলাধুলাগড়ি, জেএল নং ২, দাগ নং ২ (পুরানো) দাগ নং ৪ (নতুন), খতিয়ান নং ২৩০ (পুরানো) খতিয়ান নং ২৮১৯ এবং ২৮২০ (নতুন), থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১৩০২। সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৯৭৭ -২০১২ সালের তারিখ ৩০.০৮.২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত নাম শ্রী শেখ আবদুল বাসার এবং শ্রী বাদশা আলম শেখ (আরও শেখ বাদশা আলম হিসেবে পরিচিত)।

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬
স্থান : হাওড়া
স্বা/-
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘হাওয়া বদলের’ একটি মজবুত সিক্যুয়েল ‘আবার হাওয়া বদল’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগের হয়ে যাওয়া একটা ছবির যখন সিক্যুয়েল আনা হয় তখন সব সময় সেটা সাবলীল নাও হতে পারে। অনেক সময় সিক্যুয়েলের ছন্দটি নষ্ট হয়ে যায়। তবে যে সিনেমার কথা বলব সেই সিনেমার সিক্যুয়েল এর কামব্যাক অসাধারণ এবং অনেক বছর পর নির্মিত হলেও প্রথম ছবির সাথে খাপে খাপ মিলিয়ে দুর্দান্ত পরিবেশনা সৃষ্টি করেছে। ছবিটি সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘আবার হাওয়া বদল’। এটি বেশ কয়েক বছর আগে ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘হাওয়া বদলের’ পরবর্তী অংশ।রুদ্রনীল এবং পরমব্রত যখন একসঙ্গে কোন স্ক্রিনে কাজ করে সেই ছবি দুর্দান্ত না যায় না এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তেরো বছরের ব্যবধানে এত সুন্দর ছবির একটা সিক্যুয়েল নির্মাণ করা বিশাল চাপের কাজ ।সবচেয়ে বড় কথা প্রথম গল্পের সিক্যুয়েল, খুব সুন্দর ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে আবার হাওয়া বদল ছবির মাধ্যমে। এই ছবির পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। এসকে মুভিজের ব্যানারে এই চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা করেছে অশোক ধানুকা এবং হিমাংশ ধানুকা। ছবিটির পি আর অর্থাৎ পাবলিক রিলেশন করেছে পায়েল অধিকারী।ছবিতে দেখা যায় দুই বন্ধুর দেখা হয় লন্ডনে। এনআরআই জিৎ এবং রাজের। জিতের জীবন প্রায় ছন্নছাড়া। স্ত্রী তনুকার সাথে সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরতে চলেছে। বেআইনিভাবে রোজগার করার জন্য হোটেলের ব্যবসা করতে গিয়ে মন্দাবস্থার সম্মুখীন হয়েছে জিত ।অন্যদিকে রাজ এখন মস্ত বড় ব্যান্ডের বড় সিঙ্গার হয়ে গেছে। সে এখন রকস্টার। তার ভক্তের সংখ্যা বিরাট। পাশাপাশি কাজল লতা নামে তার একটি বান্ধবীও হয়েছে। পুরনো বন্ধুদ্বয়ের পুনর্মিলন দেখা-সাক্ষাৎ কথোপকথন আড্ডা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়েই হঠাৎই আবারও একে অপরের দেহ বদলানোর ইচ্ছা প্রকাশ এবং পরিপূর্ণতা লাভের এক গল্প ফুটে উঠেছে । ‘হাওয়া বদল’ ছবির মতোই এই ছবিতেও একে অপরের জীবনটা বাঁচার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। বৃষ্টি ভেজা পারফর্মেন্স এবং সুন্দর স্যুটের দৃশ্যগুলি অপূর্ব।সেই পুরনো ‘বডি সোয়াপিং’ বা শরীর বদলের রুপকথাটি এই ছবিতে আরও প্রবলভাবে পরিণত রূপ পেয়েছে। অন্যের জীবনে অজান্তেই প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত কতটা সহজ বা কঠিন, তা খুব সুন্দর ভাবে এই চলচ্চিত্রটির পরতে পরতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

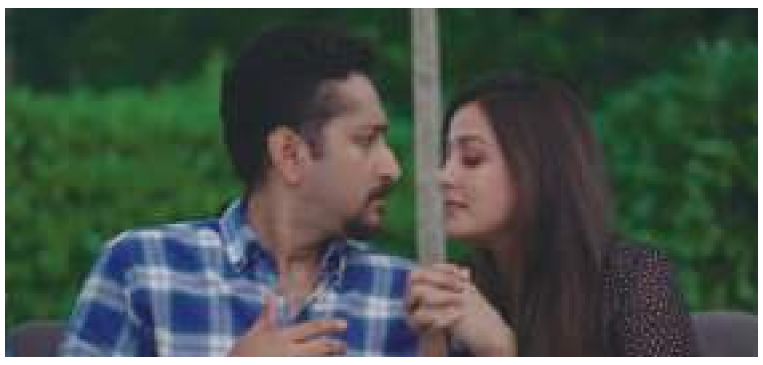

সত্রাজিত বা জিতের চরিত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় কে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ‘হাওয়া বদল’ এর থেকেও এই সিক্যুয়েলে তার লুকটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাই পাওয়ারের চশমা পরিহিত হ্যান্ডসাম যুবকের চরিত্রে দর্শকদের নজর কেড়েছেন তিনি। তার অভিনয় আগের বারের মতোই সাবলীল এবং পরিপূর্ণ। তবে এই সিনেমায় তিনি যেন আরো বেশি তীক্ষ্ণ এবং পরিপক্ক। ইমোশান এক্সপ্রেশন হাস্যরস সৃষ্টি সবকিছুতেই সমতলে দক্ষতা বজায় রেখেছেন তিনি। রাজর্ষি বা রাজের চরিত্রে রুদ্রনীল ঘোষের অভিনয় উচ্চ প্রশংসনীয়। প্রিকুয়েল অনুসারে এই ছবিতে তার লম্বা ঝুঁটি নেই। তার লুকও যথেষ্ট উন্নত এবং আগের তুলনায় আকর্ষণীয়।এই সিনেমায় আগের মতই দর্শকরা তাকে মনে রাখবে তার কমেডি করার ধরন এবং উদ্ভট কাণ্ডকারখানা সৃষ্টি করার ক্ষমতার জন্য। রুদ্রনীনের সুনিপুণ এবং বিচক্ষণ অভিনয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হয়েছে। জিতের স্ত্রী তনুকার চরিত্রে রাইমা সেনকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছে। এই ছবিতে আগের থেকেও তিনি যেন অনেক স্বতঃস্ফূর্ত। তবে কয়েকটা জায়গায় তার এক্সপ্রেশন একটু ফিকে হয়ে গেছে। রাজ অর্থাৎ রুদ্রনীলদের প্রেমিকা কাজলতার চরিত্রে অনুশা বিশ্বনাথন খুবই মানানসই। রুদ্রনীল এর সাথে তার যৌথ অভিনয় অতুলনীয়। কম বয়সী অভিনেত্রী হয়েও তিনি যে অভিনয়ের আটঘাট জানেন তা তার সুচারু অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনার প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলা যায় তার পরিচালনা আস্তে আস্তে স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে এবং প্রাসঙ্গিকতা লাভ করছে। ধীরে ধীরে সে পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠছে। একটা পুরনো গল্প এবং পুরনো গল্পের পরবর্তী ধারাবাহিকতাকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করার জন্য পরমব্রতর অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্তি কাম্য। তার এবং পাভেলের যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত চিত্রনাট্য এবং সংলাপ বেশ দুর্দান্ত যা কমিক রিলিফ রাখতে সক্ষম হয়েছে। সব মিলিয়ে চিত্রনাট্যের ওপর নির্মিত চরিত্রের সংলাপ গুলি বেশ বলিষ্ঠ ও চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেছে। প্রসেনজিৎ চৌধুরীর সিনেমাটোগ্রাফি যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর যা লন্ডনের পরিবেশটাকে খুব সুন্দরভাবে ক্যামেরার মধ্যে নিয়ে এসেছে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের অসাধারণ সংগীত পরিচালনার ফসল এই ছবির সবকটি গান যেগুলি অতি শ্রুতিমধুর। ‘এ জীবন’, ‘দেখাস না ভয় প্লিজ’ এবং ‘আজ স্বপ্ন দেখার দিন’এই তিনটি গান একেবারে অতুলনীয়। দুই বন্ধুর পুনর্মিলন এবং একে অপরের চরিত্রের পুনরায় অদল বদল এর ফলে সৃষ্ট হাস্যরস এই ছবিতে ভরে ভরে প্রস্ফুটিত হয়েছে যা দর্শকদের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কমেডির পরিমাণ প্রিকোয়েলের থেকেও এই ছবিতে অনেক বেশি যা দর্শকদের মন ভালো করে দেবে। ছবিটির ইতিবাচক দিক গুলি হল সুন্দর নিখুঁত অভিনয়, দুর্দান্ত লোকেশনের শুট এবং সুন্দর আবহসংগীত এবং স্পেশাল এফেক্ট। অন্যদিকে নেতিবাচক দিকগুলি হল গল্পের গতি অত্যন্ত মন্থর এবং প্রিকুয়েলের মতো সিকুয়ালেও বডি সোয়াপিং বা অদল বদল এর পুনরাবৃত্তি যা দর্শকদের কাছে একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারেন। নতুনত্ব ধাঁচের অভাব এই ছবির একটি দুর্বল দিক। তবে সব মিলিয়ে একটা কমেডি কমার্শিয়াল মাস ইন্টারটেনমেন্ট মুভি হিসেবে ‘আবার হাওয়া বদল’ একবার দেখে ফেলাই যায়।

চ্যাটেই সঞ্চিতার মৃত্যুর রহস্য ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সঞ্চিতা উগলের আকস্মিক মৃত্যুতে এবার সামনে এল এক ‘কথিত’ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকেই চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ২২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। তাঁর চ্যাটের বয়ান অনুযায়ী, ভয়, অনিদ্রা, উদ্বেগ এবং বারবার দুঃস্বপ্ন দেখার মতো সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তায় এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থও হয়েছিলেন ‘কুমকুম ভাগ্য’ খ্যাত এই অভিনেত্রী।

এদিকে সঞ্চিতার এই রহস্যমৃত্যুর জেরে সহ-অভিনেতা উজ্জ্বল শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন্দ্রাক্ষী কাঞ্জিলাল। তাঁর দাবি, কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বলের খারাপ আচরণের জন্য তীব্র মানসিক চাপে ছিলেন সঞ্চিতা। শুধু তাই নয়, ধার নেওয়া টাকা ফেরত চাইলে সঞ্চিতাকে হুমকি ও আপত্তিকর ভাষা দেওয়া হতো বলেও অভিযোগ। ইন্দ্রাক্ষীর দাবি, এই সংক্রান্ত বেশ কিছু চ্যাটের স্ক্রিনশটও তাঁর কাছে রয়েছে। সঞ্চিতার পরিবারও এই আর্থিক লেনদেন ও মানসিক নির্যাতনের তত্ত্বকে সমর্থন করে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিনেতা উজ্জ্বল শর্মা। তাঁর পাল্টা দাবি, দীর্ঘ ওলটপালটের পর সঞ্চিতার সাথে তাঁর কোনো যোগাযোগই ছিল না। তাঁর মতে, সঞ্চিতা তাঁর অতীতের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গত ১৪ জুন মুম্বইয়ের নালাসোপারার বাড়ি থেকে সঞ্চিতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে, তা জানতে এখন ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এবার নারীপাচার রুখবেন মিমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী পাচারের মতো সমাজের এক অতি সংবেদনশীল ও কঠিন বাস্তবকে এবার ওটিটির পর্দায় নিয়ে এলেন পরিচালক নির্ঝর মিত্র। তাঁর নতুন ওয়েব সিরিজ ‘কুইন্স’ থ্রিলারের মোড়কে এক অনন্য সামাজিক বার্তা দেয়। তবে এটি কেবলই কোনো চেনা ছকের রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প নয়, এর গভীরে লুকিয়ে রয়েছে চারজন সাধারণ নারীর অদম্য সাহস, বেঁচে থাকার মরিয়া লড়াই এবং একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠার এক অনন্য মানবিক দলিল। পরিচালক বিনোদনের আড়ালে সমাজকে এক বড়সড় ধাক্কা দিয়েছেন।

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে চারজন ভিন্ন চরিত্রের নারী, যাদের ভাগ্য এক অন্ধকার পরিস্থিতিতে এসে হঠাৎ এক বিন্দুতে মিলে যায়। নারী পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে তারা শুধু মার খেয়ে বা চোখের জল ফেলে পিছিয়ে যায়নি, বরং একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের বুক চিরে নতুন করে জীবন শুরু করার এই কঠিন যাত্রাপথে তাদের অটুট সাহস, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব এবং একে অপরের প্রতি গভীর বিশ্বাসই সিরিজটির মূল চালিকাশক্তি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যে আশা হারিয়ে ফেলা উচিত নয়, এই গল্প যেন প্রতি মুহূর্তে সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

অভিনয়ের দিক থেকে ‘কুইন্স’ অত্যন্ত নজরকাড়া ও শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় চরিত্রে মিমি চক্রবর্তী বরাবরের মতোই অত্যন্ত সাবলীল, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী। পাশাপাশি পায়েল দে এবং বৈশাখী মার্জিতও তাঁদের অভিনয়ের গভীরতায় দর্শকদের মনে আলাদা করে ছাপ রেখে গিয়েছেন। চার নারীর অনবদ্য রসায়নের পাশাপাশি দুর্বার শর্মা ও অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের সাবলীল উপস্থিতি গল্পটিকে আরও বেশি বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। টানটান চিত্রনাট্যে, চমৎকার চিত্রগ্রহণ এবং উপযুক্ত আবহসঙ্গীতের মেলবন্ধনে ‘কুইন্স’ সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সেরা ও মনে রাখার মতো বাংলা ওয়েব সিরিজ হয়ে ওঠার দাবি রাখে।

রোনাল্ডো কি দলের বোঝা! কঙ্গোর সঙ্গে ম্যাচ অমীমাংসিত রাখল পর্তুগাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠে ছিলেন ৯০ মিনিট। বলে স্পর্শ মাত্র ২৬ বার। তিনটি শট নিয়েছেন, প্রতিটিই লক্ষ্যহীন। দলও ১-১ সমতায় হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। বিশ্বকাপে কাল ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দিনটা বাজে-ই কেটেছে। ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে নামা রোনালদোর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও তাঁর খেলায় আগের ধার আছে কি না, এমন প্রশ্ন ছিল বিশ্বকাপের আগে থেকেই। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচের পর সেই প্রশ্ন আরও জোরালোই হয়েছে। অনেকেরই প্রশ্ন, যে খেলোয়াড় ম্যাচের শুরু থেকে নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন, তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধে কেন বদলি করলেন না পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ? ম্যাচ শেষে এক সাংবাদিক এমন প্রশ্ন করেছেনও তাঁকে। সেই প্রশ্নের জবাবে মার্তিনেজ বলেছেন, গোল দরকার এমন ম্যাচে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলদাতাকে তুলে নেওয়ার কোনো যুক্তি তিনি দেখেননি। ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে গোল না পাওয়ায় রোনালদোর বড় টুর্নামেন্টে গোলখরাও আরও দীর্ঘ হয়েছে। বিশ্বকাপ ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ মিলিয়ে টানা ১০ ম্যাচ ধরে তিনি গোলহীন। ওপেন প্লে থেকে বড় কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে তাঁর সর্বশেষ গোলটি এসেছিল ২০২১ সালের ১৯ জুন। তবে রোনালদোর পারফরম্যান্সের চেয়ে দলের সামগ্রিক খেলা নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন মার্তিনেজ। রোনালদো কোনো প্রভাব ফেলতে পারছেন না বোঝার পরও তাঁকে পুরো সময় খেলানো নিয়ে তিনি বলেন, ‘যে ম্যাচে আপনার গোল দরকার, সেখানে বিশ্বের সেরা গোলদাতাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।’ তবে পর্তুগালের স্প্যানিশ কোচ এখনই বিশ্বকাপের পরের পথচলা নিয়ে আতঙ্কিত নন। বিশ্বকাপের ইতিহাস টেনে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, শুরুটা খারাপ হলেও শেষটা সাফল্যময় হতে পারে, ‘বিশ্বকাপে এমন ঘটনা ঘটে। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হেরেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছিল। ২০১০ সালে স্পেন সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তখন তাদের পারফরম্যান্সও ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়নের মতো মনে হয়নি।’ ‘কে’ গ্রুপে পর্তুগালের পরের ম্যাচ ২৩ জুন উজবেকিস্তানের বিপক্ষে। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা উজবেকরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে কলম্বিয়ার কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে।

উজবেকিস্তানকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রইল কলম্বিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম ম্যাচ, আর সেই ম্যাচেই আলো ছড়ালেন লুইস দিয়াজ। একটি গোল ও একটি অ্যাসিস্টে ভর করে কলম্বিয়াকে দারুণ সূচনা এনে দিলেন লিভারপুল তারকা। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচে অভিষেককারী উজবেকিস্তানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপ ‘কে’-র শীর্ষে উঠে এসেছে নেস্তর লরেঞ্জোর দল।

কাতার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলতে না পারার হতাশা কাটিয়ে এবার নতুন উদ্যমে বিশ্বকাপে ফিরেছে কলম্বিয়া। মেক্সিকোর ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে ৮০ হাজারেরও বেশি দর্শকের সামনে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি শুরু থেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়। দিনের অন্য ম্যাচে পর্তুগাল ও ডিআর কঙ্গোর ১-১ ড্র হওয়ায় এই জয়ের ফলে গ্রুপের একক শীর্ষস্থানও দখল করে নেয় কলম্বিয়ানরা।

ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে আক্রমণের পর আক্রমণ শানাতে থাকে কলম্বিয়া। উজবেকিস্তানের রক্ষণভাগকে চাপে ফেলে একাধিক সুযোগ তৈরি করেন দিয়াজ, লুইস সিনিস্তেরা ও ড্যানিয়েল মুনোজরা। ৩৩ মিনিটে দিয়াজ প্রায় গোল পেয়েই গিয়েছিলেন। দুরন্ত গতিতে রক্ষণ ভেঙে এগিয়ে গিয়ে শট নিলেও তাঁর প্রচেষ্টা পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে সেই হতাশা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে আসে কাঙ্ক্ষিত গোল। জেফারসন লেরমার নিখুঁত লব পাস উজবেক রক্ষণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে। সেই বলের দিকে ছুটে গিয়ে ড্যানিয়েল মুনোজ প্রথম ছোঁয়াতেই দুর্দান্ত ভলিতে জাল কাঁপান। গোলরক্ষক উতকির ইউসুপভের কিছুই করার ছিল না। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় কলম্বিয়া।

তবে বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নামা উজবেকিস্তান সহজে হার মানার দল নয়। দ্বিতীয়ার্ধে তারা আরও সাহসী ফুটবল খেলতে শুরু করে। ৬০ মিনিটে সেই লড়াইয়েরই পুরস্কার পায় এশিয়ার প্রতিনিধিরা। এলদর শোমুরোদভের ভলি কলম্বিয়ার গোলরক্ষক কামিলো ভার্গাস ঠিকমতো তালুবন্দি করতে পারেননি। ফিরতি বলে দ্রুততম প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আব্বোসবেক ফয়জুল্লায়েভ হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন। স্টেডিয়ামের উজবেক সমর্থকদের মধ্যে তখন উৎসবের আবহ। সমতায় ফেরার পর কিছু সময় ম্যাচে উত্তেজনা বাড়লেও কলম্বিয়া দ্রুত নিজেদের ছন্দে ফিরে আসে। সেই সময়ই দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন লুইস দিয়াজ। একদিকে নিজের গোল, অন্যদিকে সতীর্থকে দিয়ে গোল করিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে আক্রমণভাগ আরও ধারালো হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে দক্ষিণ আমেরিকার শক্তিশালী দলটি।

কেনের জোড়া গোলে ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মঞ্চে তারকাদের ঝলক অব্যাহত। লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিক, কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল কিংবা এর্লিং হ্যালান্ডের ধারাবাহিক সাফল্যের পর এবার আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত জোড়া গোল করে তিনি শুধু দলকে জয়ই এনে দিলেন না, প্রমাণ করলেন কেন এখনও বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়।

ডালাসে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটি বিশ্বকাপের এখনও পর্যন্ত অন্যতম আকর্ষণীয় লড়াই হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছয় গোলের রোমাঞ্চে ভরা ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ৪-২ ব্যবধানে জয় পায় ইংল্যান্ড। শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডের আধিপত্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

ম্যাচের অষ্টম মিনিটেই নাটকীয় ঘটনা। নোনি মাদুয়েকেকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। প্রথমবার কেনের শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক ডোমিনিক লিভাকোভিচ। কিন্তু ভিডিও রিপ্লেতে দেখা যায়, শট নেওয়ার আগেই তিনি গোললাইন ছেড়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ফলে পুনরায় পেনাল্টি নেওয়ার সুযোগ পান কেন। দ্বিতীয়বার আর ভুল করেননি ইংল্যান্ড অধিনায়ক। যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রোয়েশিয়ার খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়।

প্রথম গোল হজম করেও দমে যায়নি ক্রোয়েশিয়া। ৩৬ মিনিটে মার্তিন বাতুরিনা দূরপাল্লার দুরন্ত শটে সমতা ফেরান। তবে সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পাঁচ মিনিট পর ডেক্লান রাইসের কর্নার থেকে অসাধারণ হেডে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন কেন। আবারও এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

কিন্তু প্রথমার্ধের নাটক তখনও শেষ হয়নি। ৪৫ মিনিটের আগেই ইভান পেরিসিচের নিখুঁত পাস থেকে গোল করে স্কোরলাইন ২-২ করেন পেতার মুসা। ফলে বিরতিতে যাওয়ার সময় দুই দলই সমান অবস্থানে ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা পুরো বদলে যায়। টমাস টুখেলের দল আরও আত্মবিশ্বাসী ও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত পাসিং এবং ধারালো আক্রমণে ক্রোয়েশিয়াকে ক্রমশ চাপে ফেলে ইংল্যান্ড। বিরতির মাত্র দুই মিনিট পর জুড বেলিংহ্যাম গোল করে দলকে আবার এগিয়ে দেন।

এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে রেখে খেলতে থাকে ইংল্যান্ড। ক্রোয়েশিয়া কিছু সুযোগ তৈরি করলেও ইংরেজ রক্ষণ তা সফলভাবে সামলে দেয়। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা মার্কাস রাশফোর্ড চতুর্থ গোলটি করে জয়ের সিলমোহর দেন।

এই ম্যাচে জোড়া গোল করার ফলে বিশ্বকাপে হ্যারি কেনের মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১০। এর মাধ্যমে তিনি ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার গ্যারি লিনেকারের বিশ্বকাপ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করলেন।

সব মিলিয়ে ডালাসের এই রাত ইংল্যান্ড সমর্থকদের জন্য ছিল স্বপ্নের মতো। আক্রমণাত্মক ফুটবল, তারকাদের পারফরম্যান্স এবং বড় ব্যবধানে জয়;সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের বাকি পথচলার জন্য বড় বার্তা দিয়ে রাখল ইংল্যান্ড।